لُغَاتُ الْقُرْآن

লুগাতুল কোরআন

LUGHATUL QURAN

মূলঃ মওলানা আবদুল করীম পারেখ

By : **Abdul Karim Parekh**

NAGPUR-8 (INDIA)

অনুবাদক ঃ মওলানা নাজমূল হক নোমানী

Translated by

Maulana Najmul Haq Nomani

লুগাতুল কুরআন (মূল উর্দু)
আবদুল করীম পারেখ
অনুবাদক ঃ মওলানা নাজমূল হক নোমানী

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ সাখী মিয়া
১২/১ কসাইটুলী, ঢাকা-১১০০

LUGHATUL QURAN
BY
ABDUL KARIM PAREKH
NAGPUR-8 (INDIA)

Translated by
Maulana Najmul Haq Nomani

Publisher :
ZIA PUBLICATIONS
504/21-C, Tagore Marg
Lucknow. 226 007

Printed at : Parekh Offset Lko.

Edition: March, 1997
(Ist in India)

Price : Rs. 100/- (One Hundred)
U.S. $ 10/-

AVAILABLE AT :-

(i) **Nadwi Book Depot**
Nadwa Campus
Lucknow- 226 007

(ii) **Hafiz Qari Mohd. Ismail Zafar Sb,**
Madrasa Babul Uloom,
1, Dr. Suresh Sarkar Road,
Calcutta- 700 014

(iii) **Mohd. Mujtaba Khan**
Educational Publishing House,
3108. Gali Azizuddin Vakil,
Kucha pandit Lal Kuan,
Delhi - 110 006

(iv) **Zia Publications**
504/21-C, Tagore Marg
Lucknow. 226 007

(v) **Maulana Abdul Karim Parekh**
Lakadganj, Nagpur- 440008

লেখকের আরজ

বর্তমান কালে মুসলমানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক কুরআন পাক বুঝিয়া পড়ার জন্য আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অবশ্যই মুসলিম মিল্লাতের জন্য ইহা একটি শুভ লক্ষণ। মুসলমানদের কুরআন বুঝার এই আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে আমি ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে 'লুগাতুল কুরআন' নামে একখানা কোরআনের অভিধান রচনা করিয়াছি। আল্লাহ পাকের অসীম অনুগ্রহে এই গ্রন্থখানি মুসলিম সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার চিন্তাভাবনা চলিতেছে; এমন সময় বন্ধুবান্ধবের পরামর্শক্রমে ও পত্র পত্রিকার গঠনমূলক সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংস্করণকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সাজানো হইয়াছে। কেননা প্রথম সংস্করণে উর্দূতে ব্যবহৃত হয় এমন শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে কুরআনের প্রায় সমস্ত শব্দের অর্থ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এই সংস্করণ ১৯৫৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইটাও অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইবার ফলে ইহাই প্রমানিত হইল যে, এই বইখানি অল্প শিক্ষিত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকদের জন্য এবং কলেজ–মাদ্রাসার কুরআন অধ্যয়নকারী ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থ বলিয়া পরিগনিত হইয়াছে। এরই মাধ্যমে এই সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা অতি সহজে প্রয়োজনীয় আরবী ব্যকরণ পাঠ করিয়া কুরআন পাকের শাব্দিক অর্থ অবগত হইয়া ইহার অনুবাদ বুঝার যোগ্যতা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

আরবী ব্যকরণের জটিলতার চক্করে পড়িয়া দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর আরবী ভাষার শিক্ষা লাভ হইতে যাহারা নিরাশ হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের জন্য কুরআনের অভিধানের এই সংস্করণে আরবী ব্যকরণের নয়টি পাঠ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই পাঠগুলির মধ্যে এই কথারই চেষ্টা করা হইয়াছে যে, শিক্ষনবীশদের অন্তরে যেন ব্যকরণের ব্যাপারে কোন প্রকার খটকা সৃষ্টি না হয় বরং স্বাভাবিকভাবে তাহাদের কাছে যেন কুরআনের অর্থ বোধগম্য হইয়া উঠে।

এই কথাতো সকলেই জানেন যে, শিশুরা প্রথমেই ভাষা শিখে তাহার পর ব্যাকরণ। পরিবার ও পরিবেশ হইতে তাহারা শব্দ শিখে তাহার পর ধীরে ধীরে কথা বলিতে শিখে। তখন তাহাদের বিন্দুমাত্রও ব্যকরণের প্রয়োজন হয়না। কথা শিখার সাথে সাথে তাহারা দ্ব্যর্থবোধক শব্দসমূহের সঠিক ব্যবহারস্থল বুঝিতে পারে। এমনিভাবে কুরআন পাকে অনেক শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ما (মা) ও تولى (তাওয়াল্লা) ইত্যাদি শব্দসমূহ। যেমন আমরা বলিয়া থাকি, পানি খতম হইয়া গিয়াছে, হাসপাতালে রোগী খতম হইয়া গিয়াছে, ঝগড়া খতম হইয়া গিয়াছে, বন্ধুত্ব খতম হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি বাক্যে খতম শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই খতম শব্দের দ্বারা কোথাও সমাপ্ত, কোথাও মৃত্যু, কোথাও ধ্বংস, কোথাও মিমাংসা অর্থ বুঝানো হইয়াছে।

এমনিভাবে আরো অনেক শব্দ আছে যাহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যেমনঃ খানা খাওয়া, ঘুস খাওয়া, মার খাওয়া, রহম খাওয়া, কসম খাওয়া, ইত্যাদি। যদি কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য লোককে এই কথা বলা হয় যে, একটু রহম খাও, তাহা হইলে সে এই কথার দ্বারা রুটি খাওয়ার মত অর্থ বুঝিবেনা। দুনিয়ার সমস্ত ভাষাতে এই ধরনের এক একটি শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বাক্যের বাহিরে এই খাওয়া শব্দটি শুধু একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়না।

কুরআন পাকের ব্যাপারেও ঠিক একই কথা। কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে কথা ও বক্তৃতার ভাষায়। কুরআন অধ্যয়নকারীর কাছে ব্যাকরণের কথা কম বলে শুধু কুরআনের পরিসীমায় তাহাদেরকে আবদ্ধ রাখিয়া কুরআন বুঝানোর চেষ্টা করা উচিৎ। কুরআন পাকের অর্থ বুঝার ব্যাপারে পূর্ণ বাক্যের অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং ইহাই হইবে স্বাভাবিক অর্থের অনুকূল।

ব্যকরণের ব্যাপারে উপরে যেই কথাগুলি আলোচনা করা হইল তাহা সামনে রাখিয়া কুরআন পাকের আয়াতসমূহের এক একটি শব্দ যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা যেইখানে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেইখানে সেই অর্থ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসরন করিয়াই কুরআন পাকের এই অভিধান রচিত হইয়াছে।

উদাহরণস্বরুপ কলা যায় تولى শব্দের কথা।এই শব্দটি সূরা বাকারার ২০৫ নং আয়াতে (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ) শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই একই শব্দ সূরা ইউসুফে ৮৪ নং আয়াতে মুখ ফিরাইয়া নেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার এই শব্দটি বন্ধুত্বের অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কুরআনের এই অভিধানের মাধ্যমে এই চেষ্টাই করা হইয়াছে যে, এই ধরনের দ্ব্যর্থবোধক শব্দ যেইখানেই আসিয়াছে পূর্ণ বাক্যের অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সেইখানে শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে আমি কতটুকু সফলকাম হইয়াছি, তাহা শুধু কোরআনের গবেষকগণই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

এই অভিধান লিখার সময় কুরআন পাকের সঠিক অনুবাদ হইতেই শব্দার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আল্লামা কাজী যয়নুল আবেদীন রচিত 'কামুছুল কুরআন' গ্রন্থখানিও আমার সামনে ছিল। তবে বাক্যের ভাবার্থ হইতেই শব্দার্থ গ্রহণ করা আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এই অভিধান পাঠকের সুবিধার জন্য প্রত্যেক রুকুর শেষে রুকু নম্বর দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর শেষের দিকে الربع (এক চতুর্থাংশ) النصف (অর্ধাংশ) الثلث (এক তৃতীয়াংশ) লিখিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। এইভাবে পারা ও সূরাগুলির ক্রমিক নম্বর দেওয়া হইয়াছে।

এই অভিধান পাঠকের নিকট বিশেষ অনুরোধ এই যে, প্রথমেই ব্যাকরণের নয়টি পাঠ ভালভাবে শিক্ষা করিয়া তাহার পর এই গ্রন্থের শব্দার্থগুলি এক এক রুকু করিয়া মুখস্থ করিয়া লউন। তারপর ঐ রুকুটি নিজে নিজে তরজমা করিয়া অন্য একটি নির্ভরযোগ্য তরজমার সাথে মিলাইয়া লউন। দেখিবেন, ইনশাআল্লাহ্ আপনার তরজমা প্রায় সঠিক হইয়া গিয়াছে। এইভাবে দীর্ঘদিন চেষ্টা করিতে থাকিলে এক সময় এই রকম হইবে যে, কোন তরজামার সাহায্য ছাড়াই আপনি কুরআন বুঝিতে পারিতেছেন। কুরআন বুঝার জন্য পরিশ্রম করিতে থাকুন এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে থাকুন; ইনশাআল্লাহ্ আপনি একদিন সফলকাম হইবেন।

আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকরিয়া আদায় করিতেছি এই জন্য যে, তিনি এই অধমকে তাহার কিতাবের অভিধান লিখার তৌফিক দান করিয়াছেন। কিছু সংখ্যক লোকও যদি ইহার দ্বারা উপকৃত হন, তাহা হইলে আমার আখিরাতের নাজাতের উছিলা হইয়া যাইবে

আবদুল করীম পারেখ

মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভীর অভিমত

الحمد لله وسلام على عباده الذى نصطفى

কুরআন মজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব এবং মানবজাতির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ পয়গাম। আর এই কারনেই কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের আবির্ভাব ঘটিবে সকলের পরকালীন সৌভাগ্য ও নাজাত এবং দুনিয়াবী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা এই কুরআনের সাথেই সংশ্লিষ্ট। অন্য কথায় সকল মানুষের দ্বীনী ও পার্থিব সাফল্য এবং তাহাদের ভাগ্য এই মহান কিতাবের সাথেই সমপৃক্ত। এইজন্য এই কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন, তাহার অর্থ ও তাৎপর্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান, ইহার সার্বজনীন পয়গামের প্রতি দাওয়াত এবং এই পয়গামের তাবলীগ মানবজাতির এক শাশ্বত ও চিরস্থায়ী প্রয়োজন ও কর্তব্য।

পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হইতেছেন সেইসব মহা মনীসীগন যাহাদের নিকট হইতে কুরআনে কারীমের খিদমাত গ্রহন করা হয়, এই খিদমাত দুনিয়াতেও সর্বজন গৃহীত হইয়া যায়, কুরআন অধ্যয়নকারীগণ তাহা হইতে উপকৃত হন এবং কুরআনী জ্ঞান তাহাদের জন্যে সহজসাধ্য হইয়া যায়। আর এই সৌভাগ্যবান কুরআনের খিদমাতকারীগণের মধ্যেই একজন হইলেন হজ্জ প্রেমিক আব্দুল করীম পারেখ, যিনি লোকদের কাছে তাহার দীর্ঘকালীন কুরআনী খিদমাতের কারণে মুবাল্লিগে ইসলাম ও কুরআনের প্রতি আহবানকারী হিসেবে যুগ যুগ ধরিয়া পরিচিত। এবং যাহার বক্তৃতায় লোকেরা উপকৃত হইয়া আসিতেছে। নাগপুর এলাকায় এই মহান খাদেমের দারসে কুরআন মুসলিম নওজোয়ান এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতগণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়াছে এবং তাহাদেরকে দ্বীন ও কুরআনের প্রতি আগ্রহী ও উৎসুক করিতে সক্ষম হইয়াছে। তিনি তার ব্যবসায়ী ব্যস্ততার মধ্য দিয়াও এই দ্বীনী খিদমাত সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

আবদুল করীম সাহেবের লিখিত পুস্তক "লুগাতুল কুরআন" তার ধারাবাহিক খিদমাতে দ্বীনেরই একটি বাস্তব পদক্ষেপ, সাধারণ ও অসাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে কুরআন মাজীদের উপকারিতা সহজলভ্য

করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই কিতাবখানি লিখিয়াছেন। এই কিতাবখানা যে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, তাহার স্বীকৃতি ইহা হইতেই লাভ করা যায় যে, বিগত পনের বিশ বছরের মধ্যে ইহা দ্বাদশ সংস্করণ লাভ করিয়া অগনিত পাঠকের হৃদয়ে কুরআনের প্রেম সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। তিনি নির্ভুল উর্দু তাফছীর সামনে রাখিয়া কুরআনের সূরা সমূহের কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ তুলিয়া ধরিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের শব্দগুলির অর্থ স্থানভেদে যেইটি যথার্থ সেইটিই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সাথে সাথে বিকল্প শাব্দিক অর্থও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অধিকন্তু ক্রিয়াবাচক শব্দসমূহের মূল শব্দটি উল্লেখ করিয়া তাহার অর্থও সংযোজন করিয়া কুরআন বুঝার পথ সহজ করিয়াছেন। কিতাবখানার শুরুতে তিনি আরবী ব্যাকরণের অতি প্রয়োজনীয় একটি অধ্যায়ও সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যাহাতে কুরআনের আরবী ভাষায় রুপান্তর বুঝিতে পাঠকদের জন্য সহজ হইয়া যায়। এই কারনে "লুগাতুল কুরআন" কিতাবখানা কুরআন মজীদের একটি কুঞ্জি ও গাইডবুক হিসেবে পরিগণিত হইয়াছে। এইখানে ইহা বলা প্রয়োজন মনে করি যে, নেহায়েত ব্যস্ততার কারনে পুস্তকখানিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি লেখককে উত্তম প্রতিদান এনায়েত করুন এবং এই কিতাবের উপকারিতা ও জনপ্রিয়তা সম্প্রসারন করুন।

আবুল হাসান আলী নদভী
নাযেম, নাদওয়াতুল ওলামা
লক্ষ্ণৌ
১৯৭৮ ঈসায়ী সাল

প্রকাশকের বক্তব্য

উনিশ শ' পঁচাত্তর সালের একটি দিনের ঘটনা। আমি খানায়ে কা'বায় উপস্থিত ছিলাম। আছরের নামাযের পরে এক ব্যক্তি ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি বই বিক্রয় করিতেছে দেখিলাম। আমি উৎসুক নয়নে পুস্তকটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম কভারে লিখা আছে 'লুগাতুল কুরআন।' আমিও এই কাজে তাহাকে সহযোগিতা করিলাম। বই বিক্রয় শেষে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে একটি বই উপহার দিলেন। সেই বইটি ছিল কুরআন শরীফের আরবী-উর্দু অভিধান। আমি অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম, এই লুগাতটিকে বাংলায় প্রকাশ করার আমাকে অনুমতি দেওয়া হউক। তিনি অনুমতি দিলেন।

১৯৮১ সালে লুগাতটি বঙ্গানুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করি। বঙ্গানুবাদের দায়িত্বের হাতবদল হয় কয়েকবার। আফসোসের বিষয় পান্ডুলিপি সম্পূর্ণ হইবার পরও কম্পিউটার কম্পোজ, প্রুফ দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দীর্ঘসূত্রীতাবশতঃ এবং এই খাকসারের গাফলতির জন্যেও বইটি যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমি জানিতাম না যে, এই কাজে এত বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হইবে। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ করুণায় পাহাড় পরিমাণ প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়া অভিধানটি প্রকাশিত হইতে যাইতেছে।

মুসলমানগণ আল-কুরআনের অনুসরণে তাহাদের জীবন ও জাতিগঠন করার কারণে তাহারা মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবীর মালিক হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা যখন আল-কুরআনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া জাহেলিয়াতের সাথে নানাভাবে আপোষ করিল, তখন হইতেই তাহাদের কর্তৃত্ব খতম হইতে শুরু হইল। সেই যে তাহাদের পরাজিত, পরাধীন ও লাঞ্ছিত জীবনের শুরু, তাহার ভার মুসলমানগণ এখনও বহন করিয়া চলিতেছে। মুসলমানগণ যদি এই অবস্থা হইতে মুক্তি এবং তাহাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়া পাইতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাদেরকে কুরআনের দিকেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই জন্যে সকলের প্রয়োজন কুরআন শিখিয়া সেই আলোকে তাহাদের জীবন পরিচালনা করা।

পবিত্র কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি সহজ করিবার জন্যেই আমাদের এই উদ্যোগ। কুরআন শরীফের মোটামুটি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যে প্রথমে কুরআনের শব্দ সমূহের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা প্রয়োজন এবং সেই সাথে ব্যাকরণের সাধারণ জ্ঞানও থাকা আবশ্যক। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর মত শব্দার্থ মনে রাখা এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের নিয়মাবলীর প্রতিও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আরবী ভাষার সহিত প্রাথমিক

সম্পর্ক স্থাপনকে সহজ করার জন্যে এই গ্রন্থে ব্যকরনের কাঠিন্য পরিহার করতঃ সারল্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষার্থীগণ প্রাথমিক অবস্থায় কোন জটিলতার সম্মুখীন হইবেনা। অবশ্য যাহারা এই ক্ষেত্রে অধিকতর জ্ঞান-গবেষণায় অভিলাষী, তাহারা ব্যাকরণের উচ্চতর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিতে পারেন। এখানে স্রেফ কুরআনের আরবীর সঙ্গে পাঠককে পরিচিতি করিবার লক্ষ্যে যথাসম্ভব সরল এ পদ্ধতির অনুসরণ করা হইয়াছে।

এই নেক কাজে যাহারা আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়াছেন এবং যত ক্ষুদ্র পরিমাণেই হউক অংশগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরম পুরস্কার দান করিবেন। চূড়ান্ত প্রুফ দেখা এবং প্রকাশনার আনুসঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে নওজোয়ান ভাই কামালুদ্দিন সাহেবের অবদান অনস্বীকার্য। মওলানা নাজরে ইমাম সাহেব এবং সালেম ওয়াহেদী সাহেবের পরামর্শ ও উৎসাহ দান কোন অংশে কম নহে। মরহুম মওলানা আব্দুর রহীম সাহেব ও মওলানা নুরুল ইসলাম কুতুব সাহেবের পরিশ্রম ও সংশোধন ছাড়া এই অভিধান পূর্ণতা লাভ করিত না। এতদ্ব্যতীত কসাইটুলী মসজিদের খতিব মরহুম নাজমুল হক নোমানী এবং বর্তমান খতিব হাফেজ মইনুদ্দিন সাহেবের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম খোদা তালার দরবারে কবুল হউক এই দোওয়া কামনা করি।

মরহুম বন্ধুবর হুমায়ুন সাহেবের সুসন্তান রাফে সামনানের মেহনত প্রশংসনীয় ও উৎসাহ ব্যাঞ্জক।

পরিশেষে অত্র অভিধান দ্বারা যদি পাঠকগণ কিছুমাত্র উপকৃত হন, তবেই আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব। মানুষ ভুল-ভ্রান্তির উর্দ্ধে নহে। পাঠকগণ যদি এই অভিধানে কোন ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পান, তাহা দয়া করিয়া প্রকাশককে জানাইবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। পরবর্তী সংস্করণে ইনশায়াল্লাহ তাহা সংশোধনের চেষ্টা করা হইবে।

পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে আমার মোনাজাত, আল্লাহ পাক এই অভিধানখানা কবুল করুন এবং ইহাকে লিখক, প্রকাশক, অনুবাদ ও প্রকাশনায় সাহায্যকারীগণ, পাঠক-পাঠিকা, জ্ঞানানুসন্দিৎসু মুসলিম সন্তান- সকলের নাজাতের অসীলা করুন। আমিন।

মোহাম্মাদ সাখি মিয়া
মুতাওয়াল্লী, কসাইটুলি জামে মসজিদ
ওয়াক্‌ফ ষ্টেট
১২/১, কসাইটুলি, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩৪৫০০

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تعارف

قران حکیم ساری دنیا کے انسانوں کے لئے نجات کاپیغام ہے ، ارشاد ہے "ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان (البقرہ)"

(لوگوں کے لئے ذریعۂ ھدایت اور اس میں راہ دیکھا نے والی دلیلیں ہیں اور حق وباطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہیں)

یہ آخری پیغام اللہ تبارک وتعالی نے اس لئے نازل فرمایا کہ انسان اس کو پڑھے اور سمجھے اس طرح اپنی زندگی میں اُس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور ایک خوبصورت تبد یلی لا ئے ، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے ، اپنے گھر والوں کی زندگی کو خوشگوار بنائے- اس طرح سارا معاشرہ اور سماج اس فلاح ونجات کی راہ ہر چل پڑے جس کے لئے اللہ تعالی نے اپنی نعمت اور رحمت کا وعدہ کیا ہے -

" من عمل صالحاً من ذکر او انثی وھومؤمن فلنحیینہ حیوۃ طیبۃ (النحل - ٩٦)"
جس نے کیا نیک کام مرد ہویا عورت اور وہ ایمان پرہے تو اس کو ہم دیں گے پاکیزہ وخوشگوار زندگی -

قران حکیم عربی زبان میں ہے ہر مسلمان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ عربی زبان پر پوری قدرت حاصل کرے تاکہ معنی سمجھتے ہوئے تلاوت بھی ہو - لیکن ہرمؤمن کا دل تلاوت کے دور ان بے چین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو کیا حکم فرمار ہے میں وہ بھی اسے معلوم ہو بعض دفعہ مطلب تو سمجہ میں آتا ہے لیکن الفاظ کا صحیح معنی معلوم نہ ہو نے کی وجہ سے تلاوت کا حقیقی لطف نہیں حاصل ہوتا ہے - اسی غرض سے محترم جناب الحاج سخی میاں سابق کمشنر ڈھاکا میونسپل کارپوریش نے یہ کتاب اردو سے بنگلہ زبان میں ترجمہ کروایا ہے اور اس کی طبع واشاعت کیئے جانی ومالی دونوں مشقتیں

تقریظ

بسم الله الرحمن الرحیم

نحمده تعالی والصلوة والسلام علی رسوله الکریم وعلی اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین

علامه اقبال نے ایک جگه فرمایا ہے

گرتو می خواہی مسلماں زیستن   نیست ممکن جز بقران زیستن

مسلمانون کی زندگی کا مقصد ہے که اس کی زندگی قرآن حکیم کی تعلیمات کا نمونه ہو اور اس کے لئے ضروری ہے که قرآن شریف صحیح طور پر پڑھا اور سمجھاجا ئے تاکه صحیح طورپر عمل بھی کیاجا سکے ۔

ان ضرور توں کا خیال رکھتے ہو ئے اس قسم کے لغت لکھے گئے ہیں - محترم الحاج محمد سخی میاں نے بڑی جانفشانی کے بعد بنگه میں ترجمه کروایا ہے اور اس کی طباعت واشاعت کا بھی انتظام کیا ہے الله تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور عام مسلمانوں کے لئے یه کتاب مفید ثابت ہو اور فہم قرآن شریف میں مدد گار ہو.

والله المستعان
خانقاه شریف
نارنده -ڈھاکا

فقیرسید نذر امام برکتی سلامی
۲ رمضان المبارک ۱٤۱٦ ھ

برداشت کی ہیں - الله تبارک وتعالی جناب سخی میاں کی محنتوں کو قبول فرمائے - اور بنگله دیش کے مسلمانوں کو فائده حاصل ہو- بنگله زبان صرف بنگله دیش نہں بلکه دنیا کے ۱۰ کروڑ سے اُپر مسلمانوں کی زبان ہے - اس زبان میں کوئی اسلامی خدمت کرنا حضرة الاستاذ مفتی سید محمد عمیم الاحسان مجددی برکتی رحمته الله علیه کے ارشار دگرامی کے مطابق نفل عبادت سے بہتر ہے ۔

ان شاء اللّٰه یه کتاب عام مسلمانوں اور اسلامیات کے طلبه کے لئے مفید ثابت ہوگی - اللّٰه تعالی اس کتاب کو قبولیت عنایت فرمائے اور دوسروں کو اس طرح کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے - آمین ثم آمین -

"برگ وساز ماکتاب وحکمت است   ایں دوقوت اعتبار ملت است"

محمد سالم وحیدی

ڈھاکا ۷ اکتوبر ۱۹۹۵ م
دسمبر ۱۹۹۵م

সূচীপত্র

আরবী ব্যকরণ

بسم الله الرَّحمن الرُّحيم

প্রথম পাঠ
خبر و مبتدأ
উদ্দেশ্য ও বিধেয়
Subject and predicate

اَللّٰهُ خَالِقٌ আল্লাহ পরওয়ারদেগার

مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ মুহাম্মদ নবী

طَارِقٌ مُجَاهِدٌ তারিক মুজাহিদ (বীর যোদ্ধা)

এইখানে দেখা যাইতেছে প্রত্যেকটি বাক্যে দুইটি করিয়া শব্দ।

خَالِقٌ আল্লাহ কে? খালেক'

نَبِيٌّ মুহাম্মদ (সাঃ) কে? নবী

مُجَاهِدٌ তারিক কে? মুজাহিদ

এই ধরনের বাক্যের প্রথমটি উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয়টি বিধেয়। এইখানে উদ্দেশ্যের (مبتدأ) শেষে দুই পেশ এবং বিধেয়ের (خبر) শেষেও দুই পেশ বসে। এইবার নিচের বাক্যগুলির বাংলায় অনুবাদ করুনঃ

حَامِدٌ عَالِمٌ مَحْمُودٌ ذَكِيٌّ خَالِدٌ قَوِيٌّ–

اِبْنٌ صَغِيْرٌ جُنْدٌ كَبِيْرٌ عَبْدٌ صَالِحٌ –

উপরের শব্দগুলি ছিল مُذَكَّر (পুংলিঙ্গ)। এইবার مُؤَنَّث (স্ত্রীলিঙ্গ) এর চিহ্ন দেখুন। বাংলায় যেমন শব্দের শেষে ঈ, আ, বা, নী সংযুক্ত করিয়া পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিংগ করা যায় আরবীতেও তেমনি اسم বা বিশেষ্যের শেষে ة বসাইয়া مذكر

আরবী ব্যকরণ

কে مؤنث–এ পরিণত করা যায়। যেমন দেখুনঃ

مذكر	مؤنث
رَاشِدٌ	رَاشِدَةٌ
جَمِيْلٌ	جَمِيْلَةٌ
صَالِحٌ	صَالِحَةٌ
خَالِدٌ	خَالِدَةٌ
عَابِدٌ	عَابِدَةٌ

নিচের বাক্যগুলি মশ্‌ক করুনঃ

اِبْنٌ جَمِيْلٌ	بِنْتٌ جَمِيْلَةٌ
اَبٌ صَالِحٌ	اُمٌّ صَالِحَةٌ
اَخٌ ذَكِيٌّ	اُخْتٌ ذَكِيَّةٌ
خَالٌ كَبِيْرٌ	خَالَةٌ كَبِيْرَةٌ

জরুরী বিষয়ঃ

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হবে। কোনো শব্দকে নির্দিষ্ট বা তাহার মধ্যে বিশেষত্ব সৃষ্টি করিতে হইলে اَل ব্যবহার করা হয়। ঠিক যেমন ইংরেজীতে The এবং বাংলায় টি, টা, খানা, খানি শব্দের শেষে বসাইয়া তাহাকে নির্দিষ্ট বা তাহার মধ্যে বিশেষ গুণ সৃষ্টি করা হয়। আরবীতে কোনো শব্দের প্রথমে اَل বসাইলে তাহার শেষ হরফের দুই পেশ এক পেশে পরিণত হয়।

আরবী ব্যাকরণ

উদাহরণস্বরূপ নিচে দেখুনঃ

حَمْدٌ হইতে اَلْحَمْدُ

اِنْسَانٌ হইতে اَلْاِنْسَانُ

رَسُوْلٌ হইতে اَلرَّسُوْلُ

নিচের বাক্যগুলির মধ্যে اَلْ এর ব্যবহার দেখুনঃ

اَبٌ صَالِحٌ — اَلْاَبُ صَالِحٌ

رَجُلٌ قَوِيٌّ — اَلرَّجُلُ قَوِيٌّ

বাংলায় অনুবাদ করুনঃ

بَيْتٌ رَفِيْعٌ – اَلْبَيْتُ رَفِيْعٌ – اَلْاِسْلَامُ دِيْنٌ – رَسُوْلٌ صَادِقٌ

اَلرَّسُوْلُ صَادِقٌ – نُوْحٌ نَبِيٌّ – قُرْاٰنٌ مَجِيْدٌ –

এই পাঠ হইতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জানা গেলোঃ

(১) مبتدأ ও خبر উভয়ের শেষে দুই পেশ বসে।

(২) اَلْ ব্যবহার করিলে দুই পেশের জায়গায় কেবল এক পেশ থাকে।

(৩) مؤنث এর চিহ্ন হচ্ছে ة

(৪) প্রথম শব্দটি অর্থাৎ مبتدأ যদি مؤنث হয় তাহা হইলে তাহার خبر ও مؤنث হইবে।

এই পাঠে ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থঃ

মামী, খালা	خَالَةٌ	আলেম, জ্ঞানী	عَالِمٌ
প্রশংসা	حَمْدٌ	শক্তিশালী	قَوِيٌّ

আরবী ব্যাকরণ

ইবাদতকারী	عَابِدٌ	বুদ্ধিমান	ذَكِيٌّ
মানুষ	اِنْسَانٌ	পুত্র	اِبْنٌ
ইবাদকারিণী	عَابِدَةٌ	কন্যা	بِنْتٌ
লোকটি	اَلرَّجُلُ	সুন্দরী	جَمِيْلَةٌ
ঘর	بَيْتٌ	পিতা	اَبٌ
ঘরটি	اَلْبَيْتُ	সৎ, নেককার	صَالِحٌ
সত্যবাদী	صَادِقٌ	মাতা	اُمٌّ
মর্যাদাসম্পন্ন	مَجِيْدٌ	ভাই	اَخٌ
বড়	كَبِيْرٌ	বোন	اُخْتٌ
উঁচু	رَفِيْعٌ	মামা	خَالٌ
ছোট	صَغِيْرٌ	রাস্তা	صِرَاطٌ

আরবী ব্যকরণ

দ্বিতীয় পাঠ
مضاف و مضاف اليه
যার সাথে সম্বন্ধ যার সম্বন্ধ
Possessor Possessed

কুরআনের হুকুম	حُكْمُ قُرْاٰنٍ
হুদ জাতি	قَوْمُ هُوْدٍ
রসূলের দাওয়াত	دَعْوَةُ رَسُوْلٍ
আল্লাহর বান্দাগণ	عِبَادُ اللّٰهِ
আল্লাহর ঘর	بَيْتُ اللّٰهِ
আল্লাহর সৃষ্টি	خَلْقُ اللّٰهِ

এইখানে দুইটি করিয়া শব্দ। একটি শব্দের সাথে আর একটি শব্দের সম্বন্ধ সৃষ্টি হইয়াছে। যে শব্দটির সম্বন্ধ সৃষ্টি হইয়াছে সেইটি হইতেছে مضاف এবং যাহার সাথে সম্বন্ধ সৃষ্টি হইয়াছে সেইটি مضاف اليه এইক্ষেত্রে مضاف اليه এর শেষে দুই যের বসে। তবে مضاف اليه এর শুরুতে যদি اَل থাকে তাহা হইলে শেষে দুই যেরের স্থলে এক যের হয়। مضاف প্রথমে ও مضاف اليه পরে বসে। এইবার নীচের শব্দগুলির বাংলায় অনুবাদ করুনঃ

নিচের আরবী শব্দগুলির বাংলা করুনঃ

كِتَابُ اللّٰهِ، كَلَامُ اللّٰهِ ، سُنَّةُ الرَّسُوْلِ، ذِكْرُ الـــرَّحْمٰنِ
رَبُّ الْاِنْسَانِ ، فَضْلُ اللّٰهِ ، يَوْمُ الدِّيْنِ، اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ
رَحْمَةُ اللّٰهِ ، اِطَاعَةُ الوَالِدَيْنِ

আরবী ব্যকরণ

আরবী বানাওঃ
আল্লাহর পৃথিবী, আখেরাতের ঘর, মানুষের বিদ্রোহ, গুনাহগারের খাদ্য, লোকমানের পুত্র, মিসরের বাদশাহ, সমুদ্রের পানি, হামিদের ঘর, পাখির খাবার।

জরুরী বিষয়ঃ

(১) اِضَافَت কে বাংলায় সম্বন্ধ পদ বলে।

(২) দুইটি শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ হবার পর তাহার মধ্যে "এর" অর্থ সৃষ্টি করে, যেমন মজীদের বই (كِتَابُ مَجِيْدٍ) প্রথম শব্দটি অর্থাৎ مضاف এর শেষে এক পেশ এবং পরবর্তী শব্দটির (مضاف اليه) এর শেষে দুই যের বসে।

(৩) ال ব্যবহৃত হইলে مضاف اليه এর শেষে কেবলমাত্র একযের বসে।

নতুন শব্দগুলির অর্থঃ

ঘর	دَارٌ	জাতি	قَوْمٌ
বিদ্রোহ	طُغْيَانٌ	আহবান	دَعْوَةٌ
গুনাহগার	اَثِيْمٌ	বান্দাগণ,	عِبَادٌ
আখেরাত	اٰخِرَةٌ	সৃষ্টি	خَلْقٌ
খাদ্য	طَعَامٌ	পৃথিবী	اَرْضٌ
পুত্র	اِبْنٌ	মিসর	مِصْرٌ
সমুদ্র	بَحْرٌ	বাদশাহ	مَلِكٌ
সন্দেহ	رَيْبٌ	পানি	مَاءٌ
আদব, পন্থা	سُنَّةٌ	কায়েম করা	اِقَامَةٌ
আনুগত্য করা	اِطَاعَةٌ	পিতা-মাতা	وَالِدَيْنِ

আরবী ব্যকরণ

তৃতীয় পাঠ
فعل ماضى
অতীত কাল Past Tense

মানদণ্ড– وزن

তুমি (পুরুষ) করিয়াছ	فَعَلْتَ	সে (পুরুষ) করিয়াছে	فَعَلَ
তোমরা দুইজন (পুরুষ) করিয়াছ	فَعَلْتُمَا	তাহারা দুইজন (পুরুষ) করিয়াছে	فَعَلَا
তোমরা সবাই (পুরুষ) করিয়াছ	فَعَلْتُمْ	তাহারা সবাই (পুরুষ) করিয়াছে	فَعَلُوْا
তুমি (স্ত্রীলোক) করিয়াছ	فَعَلْتِ	সে (স্ত্রীলোক) করিয়াছে	فَعَلَتْ
তোমরা দুইজন (স্ত্রীলোক) করিয়াছ	فَعَلْتُمَا	তাহারা দুইজন (স্ত্রীলোক) করিয়াছে	فَعَلَتَا
তোমরা সবাই (স্ত্রীলোক) করিয়াছ	فَعَلْتُنَّ	তাহারা সবাই(স্ত্রীলোক) করিয়াছে	فَعَلْنَ

আমি (পুরুষ বা নারী) করিয়াছি فَعَلْتُ

আমরা দুইজন বা সবাই (পুরুষ বা নারী) করিয়াছি। فَعَلْنَا

ক্রিয়াপদের রূপান্তরের এই চার্টটি ভালোভাবে মুখস্থ করিয়া লউন। আরবী ক্রিয়াপদের মধ্য হইতে শুধুমাত্র فعل শব্দটিকে এইখানে ব্যবহার করা হইয়াছে। الفعلُ মানে করা। فَعَلَ এর যেইভাবে রূপান্তর ঘটিয়াছে তিন শব্দ বিশিষ্ট ক্রিয়াপদের مَاضِى (অতীত কাল) এর সকল শব্দের রূপান্তরও এই নিয়মে হইবে। তাদের অর্থের মধ্যে পরিবর্তন এইখানে যেইভাবে হইয়াছে ঠিক সেইভাবেই হইবে। যেমন فَعَلَ এর জায়গায় যদি نَصَرَ বসানো হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে সে (পুরুষ) সাহায্য করিয়াছে। তেমনি فَعَلَا এর জায়গায় نَصَرَا হইলে ইহার অর্থ হইবে "তাহারা দুইজন (পুরুষ) সাহায্য করিয়াছে। নীচের চার্টে فَعَلَ এর وزن (মানদণ্ডে)–এ আরো কয়েকটি ক্রিয়াপদ বসাইয়া দেখানো হইল।

আরবী ব্যকরণ

ক্রিয়াসমূহ افعال

فَتَحَ	طَلَبَ	نَصَرَ	قَرَأَ	سَمِعَ
সে (একজন পুরুষ) খুলিয়া দিয়াছে	সে (একজন পুরুষ) চাহিয়াছে	সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করিয়াছে	সে (একজন পুরুষ) পড়িয়াছে	সে (একজন পুরুষ) শুনিয়াছে
فَتَحَا	طَلَبَا	نَصَرَا	قَرَأَا	سَمِعَا
فَتَحُوْا	طَلَبُوْا	نَصَرُوْا	قَرَءُ وْا	سَمِعُوْا
فَتَحَتْ	طَلَبَتْ	نَصَرَتْ	قَرَءَ تْ	سَمِعَتْ
فَتَحَتَا	طَلَبَتَا	نَصَرَتَا	قَرَئَتَا	سَمِعَتَا
فَتَحْنَ	طَلَبْنَ	نَصَرْنَ	قَرَأْنَ	سَمِعْنَ
فَتَحْتَ	طَلَبْتَ	نَصَرْتَ	قَرَئْتَ	سَمِعْتَ
فَتَحْتُمَا	طَلَبْتُمَا	نَصَرْتُمَا	قَرَئْتُمَا	سَمِعْتُمَا
فَتَحْتُمْ	طَلَبْتُمْ	نَصَرْتُمْ	قَرَئْتُمْ	سَمِعْتُمْ
فَتَحْتِ	طَلَبْتِ	نَصَرْتِ	قَرَئْتِ	سَمِعْتِ
فَتَحْتُمَا	طَلَبْتُمَا	نَصَرْتُمَا	قَرَئْتُمَا	سَمِعْتُمَا
فَتَحْتُنَّ	طَلَبْتُنَّ	نَصَرْتُنَّ	قَرَئْتُنَّ	سَمِعْتُنَّ
فَتَحْتُ	طَلَبْتُ	نَصَرْتُ	قَرَئْتُ	سَمِعْتُ
فَتَحْنَا	طَلَبْنَا	نَصَرْنَا	قَرَءْ نَا	سَمِعْنَا

আরবী ব্যকরণ

فعل		فعلتم		كتب	ضرب
فَعَلَ	সে (একজন পুরুষ) করিয়াছে	فَعَلْتُمْ	তোমরা (সবাই পুরুষ) করিয়াছ	كَتَبَ সে (একজন পুরুষ) লিখিয়াছে	ضَرَبَ সে (একজন পুরুষ)মারিয়াছে
فَعَلَا	তাহারা (দুইজন পুরুষ) করিয়াছে	فَعَلْتِ	তুমি (একজন স্ত্রীলোক) করিয়াছ	كَتَبَا	ضَرَبَا
فَعَلُوْا	তাহারা (সবাই পুরুষ) করিয়াছে	فَعَلْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রীলোক) করিয়াছ	كَتَبُوْا	ضَرَبُوْا
فَعَلَتْ	সে (একজন স্ত্রীলোক) করিয়াছে	فَعَلْتُنَّ	তোমরা (সবাই স্ত্রীলোক) করিয়াছ	كَتَبَتْ	ضَرَبَتْ
فَعَلَتَا	তাহারা (দুইজন স্ত্রীলোক) করিয়াছে	فَعَلْتُ	আমি (পুরুষ বা নরী) করিয়াছি	كَتَبَتَا	ضَرَبَتَا
فَعَلْنَ	তাহারা (সবাই স্ত্রীলোক) করিয়াছে	فَعَلْنَا	আমরা (পুরুষ বা নারী) করিয়াছি	كَتَبْنَ	ضَرَبْنَ
فَعَلْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) করিয়াছো			كَتَبْتَ	ضَرَبْتَ
فَعَلْتُمَا	তোমরা (দুইজন পুরুষ) করিয়াছো			كَتَبْتُمَا	ضَرَبْتُمَا
				كَتَبْتُمْ	ضَرَبْتُمْ
				كَتَبْتِ	ضَرَبْتِ
				كَتَبْتُمَا	ضَرَبْتُمَا
				كَتَبْتُنَّ	ضَرَبْتُنَّ
				كَتَبْتُ	ضَرَبْتُ
				كَتَبْنَا	ضَرَبْنَا

আরবী ব্যকরণ

নীচের শব্দগুলির বাংলায় অনুবাদ করুনঃ

فَعَلْتُ دَخَلْتُ شَرِبْتُ وَجَدْتُ خَرَجْتُ فَعَلْتُمْ

نَصَرْتُمْ كَفَرْتُمْ ذَهَبْتُمْ فَعَلْنَ سَمِعْنَ وَجَدْنَ ذَهَبْنَ

نَصَرْنَ فَعَلْتُنَّ دَخَلْتُنَّ كَفَرْتُنَّ كَتَبْتُنَّ شَرِبْتُنَّ

فَعَلْتُ دَخَلْتُ وَصَلْتَ ذَهَبْتَ كَفَرْتَ

তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিলাম فعل অর্থ সে করিয়াছে। এখন যদি এই শব্দটিকে فُعِلَ পড়ি তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে–"করা হইয়াছে" আরবীতে ইহাকে বলা হয় فعل مجهول (Passive voice)। বাংলায় যাহাকে বলা হয় কর্মবাচ্য।

فعل ماضى معروف কর্তৃবাচ্য (Active voice)	فعل ماضى مجهول কর্মবাচ্য (Passive voice)
خَلَقْتُمْ তোমরা পয়দা করিয়াছ	خُلِقْتُمْ তোমাদের পয়দা করা হইয়াছে।
قَتَلَ সে হত্যা করিয়াছে	قُتِلَ তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে।
جَعَلْتُ আমি তৈরী করিয়াছি	جُعِلْتُ আমাকে তৈরী করা হইয়াছে।

এইবার নিজে নিজে নিচের শব্দগুলোর অনুবাদ করুন

طَلَبُوْا	তাহারা চাহিলো	طُلِبُوْا	তাহাকে ডাকা হইল
بَعَثَ	সে পাঠাইল	بُعِثَ	তাহাকে পাঠানো হইল

আরবী ব্যকরণ

আমরা রিযিকপ্রাপ্ত হইয়াছি	رُزِقْنَا	আমরা রিযিক দিয়াছি	رَزَقْنَا
সে রিযিকপ্রাপ্ত হইয়াছে	رُزِقَ	সে রিযিক দিয়াছে	رَزَقَ

জরুরী বিষয়ঃ (১) ماضى বলা হয় এমন একটি ক্রিয়াকে যাহা অতীতে হইয়া গিয়াছে। বাংলায় ইহাকে বলা হয় অতীত কাল।

(২) ماضى مجهول বলা হয় অতীত কালের এমন একটি ক্রিয়াকে যার সম্পর্ক হয় مفعول বা কর্মপদের সাথে এবং তার সাথে فاعل বা কর্তার উল্লেখ থাকেনা।

তৃতীয় পাঠের নতুন শব্দগুলোর অর্থঃ

করা	فَعَلَ – فِعلُ	প্রবেশ করা	دَخَلَ
পান করা	شَرِبَ	পাওয়া	وَجَدَ
বাহির হওয়া	خَرَجَ	অস্বীকার করা, অমান্য করা	كَفَرَ
সংযুক্ত করা	وَصَلَ	যাওয়া	ذَهَبَ
খোলা	فَتَحَ	অন্বেষণ করা	طَلَبَ
পাঠানো	بَعَثَ	সাহায্য করা	نَصَرَ
সৃষ্টি করা	خَلَقَ	হত্যা করা	قَتَلَ
রিযিক দেওয়া	رَزَقَ	পাঠ করা	قَرَأَ

জরুরী বিষয়ঃ

ضرب শব্দটি কুরআন মজীদে দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার একটি অর্থ হইতেছে মারা বা আঘাত করা। আর অন্য অর্থটি হইতেছে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা।

আরবী ব্যকরণ

যেমন সূরা আল্ বাকারার ৬০ নং আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

(তাহারপর আমি বলিলাম তোমার ছড়িটি দিয়া পাথরে আঘাত করো)। আবার সূরা ইয়াসীনের ১৩নং আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ

(আর তাদের জন্য জনপদবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করো) উভয় বাক্যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বাক্যটির পূর্বাপর সম্পর্কই ইহার একটি অর্থ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছে। অর্থাৎ এক জায়গায় ইহার অর্থ আঘাত করা এবং অন্য জায়গায় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা।

চতুর্থ পাঠ

ক্রিয়া কর্তা কর্ম

Verb Subject Object

আরবীতে বাক্যের প্রথমে فعل বসে তাহার পর বসে فاعل এবং তাহারপরে আসে مفعول فاعل এর শেষ অক্ষরের উপর দুইপেশ-এবং مفعول এর শেষ অক্ষরে যবর লাগানো হয়।

হামীদ কুরআন পড়িয়াছে। قَرَأَ حَمِيْدٌ قُرْاٰنًا

এই বাক্যটিতে পড়িয়াছে ক্রিয়া। কে পড়িয়াছে? হামীদ। অর্থাৎ পড়ার কাজটি করিয়াছে হামীদ। তাই হামীদ কর্তা। আর কি পড়িয়াছে? কুরআন অর্থাৎ কুরআন পড়া হইয়াছে। কাজেই কুরআন কর্ম।

আরবীতে এই বাক্যটিকে এইভাবে বলা হবেঃ قَرَأَ حَمِيْدٌ قُرْاٰنًا

তেমনি হইবে-

كَتَبَ مُنِيْرٌ كِتَابًا سَمِعَ مُنِيْرٌ أَذَانًا

আরবী ব্যাকরণ

বাংলায় অনুবাদ করুনঃ

قَرَأَ حَمِيْدٌ قُرْاٰنًا   شَرِبَ طَارِقٌ مَاءً

اَنْزَلَ اللّٰهُ كِتَابًا   خَدَعَ الشَّيْطَانُ الْاِنْسَانَ

جَعَلَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا رَسُوْلاً   جَمَعَ مَالاً   فَرَقْنَا الْبَحْرَ

خَلَقَ اللّٰهُ الْاَرْضَ وَالنَّاسَ -

জরুরী জ্ঞাতব্যঃ

اسم বা বিশেষ্য পদের শুরুতে যখন ال বসে (যেমন اَلْاَرْضُ) তখন সেইটি কর্মপদ হিসাবে ব্যবহৃত হইলে তাহার শেষ হরফে একটি যবর কমিয়া যায়। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি رَسُوْلاً مُحَمَّدًا كِتَابًا শব্দগুলির উপর দুই যবর কিন্তু অন্যদিকে اَلْاَرْضَ এবং اَلْاِنْسَانَ এর উপর দুই যবরের জায়গায় এক যবর।

এইভাবে اسم বা বিশেষ্যটি যদি কর্তা হয় তাহা হইলে তাহার প্রথমে ال বসিলে শেষ হরফে দুই পেশের জায়গায় এক পেশ হয়। যেমন طَارِقٌ এর উপর দুই পেশ اَلشَّيْطَانُ এর উপর এক পেশ।

নতুন শব্দগুলির অর্থ

পৃথিবী	اَلْاَرْضُ	সৃষ্টি করা	خَلَقَ
তৈরী করা	جَعَلَ	নাযিল করা	اَنْزَلَ
পানি	مَاءٌ	ধোঁকা দেয়া	خَدَعَ
মানুষ	اِنْسَانٌ	জমা করা, সংগ্রহ করা	جَمَعَ
		অর্থ, ধন-সম্পদ	مَالٌ

আরবী ব্যাকরণ

পঞ্চম পাঠ

حروف جـــر

Prepositions

ব্যবহার পদ্ধতি			حرف جر
আমি সালাম সহকারে প্রবেশ করিয়াছি।	دَخَلْتُ بِسَلاَمٍ	সাথে with	ب
আল্লাহর কসম	تَاللّٰهِ	কসম	ت
যেন সেইটি সাপ	كَاَنَّهُ جَانٌّ	সদৃশ, যেমন,মতো AS	ك
লোকদের জন্য	لِلنَّاسِ	জন্য For	ل
আল্লাহর কসম	وَاللّٰهِ	কসম	و
ঘরের মধ্যে	فِى الْبَيْتِ	মধ্যে In	فى
আমি কুরআন থেকে কিছু পড়িলাম	قَرَأْتُ مِنَ الْقُرْاٰنِ	হতে, থেকে From	مِنْ
পাহাড়ের উপরে	عَلَى الْجَبَلِ	উপরে On	عَلٰى
আমি নামায সম্পর্কে শুনিয়াছি	سَمِعْتُ عَنِ الصَّلٰوةِ	থেকে, সম্পর্কে	عَنْ
শহরের দিকে	اِلٰى بَلَدٍ	দিকে	اِلٰى
এমন কি যখন বিয়ের বয়সে পৌঁছিয়া গেল।	حَتّٰى اِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ	এমন কি, যে পর্যন্ত	حَتّٰى

আরবী ব্যাকরণ

এমন কি যখন حَتّٰى اِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ

বিবাহের বয়সে পৌছিয়া গেল।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ

(১) এই শব্দগুলি কোন শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হইলে তাহার শেষ অক্ষরে — দেয়।

(২) উপরে দেখুন হরফে জার যে শব্দের পূর্বে বসিয়াছে তাহার প্রথমে ال না থাকিলে শেষে দুই যের এবং থাকিলে শেষে এক যের বসিয়াছে।

বাংলায় অনুবাদ করুণ ঃ—

مِنَ الْكُفْرِ اِلَى الْاِسْلَامِ– مِنَ الْبَيْتِ اِلَى الْمَسْجِدِ–اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا– كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ– مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ –
عَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ– اٰمَنَّا بِاللّٰهِ– نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا–
هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ –

বাংলা থেকে আরবী করুন

(১) কুরআন লোকদের জন্য হেদায়াত
(২) জ্ঞান অর্জন করা ফরয।
(৩) আল্লাহ কলমের সাহায্যে শিখাইয়াছেন।

নতুন শব্দের অর্থঃ

ঘর, গৃহ	بَيْتٌ	আবরণ	غِشَاوَةٌ
প্রশংসা	حَمْدٌ	ঈমান আনা	اٰمَنَ
পিতা–মাতা	وَالِدَيْنِ	নাযিল করা	نَزَّلَ
সদ্ব্যবহার, উপকার	اِحْسَانًا	বান্দা	عَبْدٌ
ফায়দা	مَتَاعٌ	সুস্পষ্ট বর্ণনা	بَيَانٌ
সময়	حِيْنٌ	মানবজাতি	اَلنَّاسُ
		চোখগুলি,	اَبْصَارٌ

আরবী ব্যাকরণ

ষষ্ঠ পাঠ
ضمير مفعول
কর্মবাচক সর্বনাম
Objective Pronoun

ব্যবহার পদ্ধতি		সর্বনাম	
তাহার কিতাব	كِتَابُهُ	তাহার (পুরুষ)	هُ
তাহাদের দুইজনের ঘর	بَيْتُهُمَا	তাহাদের (দুইজনের)	هُمَا
তাহাদের (পুরুষ) ঈমান	اِيْمَانُهُمْ	তাহাদের সবার (পুরুষ)	هُمْ
তাহার (মেয়েটির) মা	اُمُّهَا	তাহার (স্ত্রী)	هَا
তাহাদের দুইজনের বাপ	اَبُوْهُمَا	তাহাদের দুইজনের (স্ত্রী)	هُمَا
তাহাদের ভাই (স্ত্রী)	اَخُوْهُنَّ	তাহাদের (স্ত্রী)	هُنَّ
তোমার বই	كِتَابُكَ	তোমার (পুরুষ)	كَ
তোমাদের দুইজনের ঘর	بَيْتُكُمَا	তোমাদের দুইজনের (পুরুষ)	كُمَا
তোমাদের মা	اُمُّكُمْ	তোমাদের (পুরুষ)	كُمْ
তোমার ঘর	بَيْتُكِ	তোমার (স্ত্রী)	كِ
তোমাদের দুইজনের বাপ	اَبُوْكُمَا	তোমাদের (স্ত্রী) দুইজনের	كُمَا
তোমাদের মা	اُمُّكُنَّ	তোমাদের (স্ত্রী)	كُنَّ
আমার রব	رَبِّىْ	আমার (পুরুষ ও স্ত্রী)	ى
তিনি আমাকে রিযিক দিয়াছেন	رَزَقَنِىْ	আমাকে	نِىْ
আমাদের বই	كِتَابُنَا	আমাদের (পুরুষ ও স্ত্রী)	نَا

এইভাবে নতুন নতুন বাক্য তৈরী করিয়া নিজে নিজেই অনুশীলন করুন। নিচে এইজন্য নমুনাস্বরূপ কিছু বাক্য তৈরী করিয়া দেওয়া হইলো। সুবিধার জন্য কয়েকটির অনুবাদও সাথে সাথে দিয়া দিলামঃ

لِسَانُكُمْ	اِبْنِىْ	نَصَرْتُـهُ আমি তাকে সাহায্য করিয়াছি
اِلَيْنَا আমাদের দিকে	اِلَىَّ	اِلَيْكُمْ
كِتَابِىْ	كِتَابُنَا	اِنَّنِىْ নিশ্চয়ই আমি
اِنَّنَا	اِنَّكُمْ	مِنْكَ
لَهُ	لَنَا আমাদের	لِىَ

বাংলায় অনুবাদ করুন

سَمْعُكُمْ رَبُّكُمْ بَيْتُنَا رَسُوْلُنَا قَوْمِىْ مِلَّتُكُمْ
اَصْحَابُنَا مِنْكَ مِنْهُ لَهُمَا اَمَامُكُمْ خَلَقَ لَكُمْ
مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا– وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ– لَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ– فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ

নতুন শব্দগুলির অর্থঃ

لِسَانٌ	ভাষা	اِبْنٌ	পুত্র
قَوْمٌ	জাতি, সম্প্রদায়	سَمْعٌ	শ্রবণ
صَحَابَةٌ	সাথীরা,	صَاحِبٌ	সাথী (একবচন)

اَصْحَابٌ (বহুবচন)

جَمِيْعٌ	সমস্ত	مِلَّةٌ	দীন, সমাজ
اَجْرٌ	প্রতিদান	لَقَدْ	অবশ্য, নিশ্চয়ই
اِنَّ	নিশ্চয়ই	عِنْدَ	নিকটে, কাছে

সপ্তম পাঠ
ضمير فاعل
Subject Pronoun
কর্তৃবাচক সর্বনাম

هُوَ	সে (পুরুষ)
هُمَا	তাহারা দুইজন (পুরুষ বা নারী)
هُمْ	তাহারা সবাই (পুরুষ)
هِىَ	সে (স্ত্রী)
هُنَّ	তারা সবাই (স্ত্রী)
اَنْتَ	তুমি (পুরুষ)
اَنْتُمَا	তোমরা দুইজন (পুরুষ বা স্ত্রী)
اَنْتُمْ	তোমরা (পুরুষ)
اَنْتِ	তুমি (স্ত্রী)
اَنْتُنَّ	তোমরা সবাই (স্ত্রী)
اَنَا	আমি (পুরুষ বা স্ত্রী)

আরবী ব্যকরণ

نَحنُ	আমরা সবাই (পুরুষ বা স্ত্রী)

এই কর্তৃবাচক সর্বনামগুলি ভালোভাবে মুখস্ত করিয়া লউন। পরে এইগুলির ব্যবহার আসিবে। এইগুলির ব্যবহার পদ্ধতি যেমনঃ

هُوَ مُسْلِمٌ	اَنْتَ عَالِمٌ	اَنَا شَابٌّ
সে মুসলিম	তুমি আলেম	আমি যুবক

অষ্টম পাঠ
ভবিষ্যত কাল فعل مضارع
Present and Futer Tense

يَفْعَلُ	সে (পুরুষ) করে বা করিবে
يَفْعَلَانِ	তাহারা দুইজন (পুরুষ) করে বা করিবে
يَفْعَلُوْنَ	তাহারা (পুরুষ) করে বা করিবে
تَفْعَلُ	সে (স্ত্রী) করে বা করিবে
تَفْعَلَانِ	তাহারা দুইজন (স্ত্রী) করে বা করিবে
يَفْعَلْنَ	তাহারা (স্ত্রী) করে বা করিবে
تَفْعَلُ	তুমি করো বা করিবে (পুরুষ)
تَفْعَلَانِ	তোমরা দুইজন করো বা করিবে (পুরুষ)
تَفْعَلُوْنَ	তোমরা করো বা করিবে (পুরুষ)
تَفْعَلِيْنَ	তুমি করো বা করিবে (স্ত্রী)
تَفْعَلَانِ	তোমরা দুইজন করো বা করিবে (স্ত্রী)

আরবী ব্যকরণ

تَفْعَلْنَ	তোমরা করো বা করিবে (স্ত্রী)
اَفْعَلُ	আমি করি বা করিবো (পুরুষ বা স্ত্রী)
نَفْعَلُ	আমরা করি বা করিবো (পুরুষ বা স্ত্রী)

مضارع এর চার্টটি পুরাপুরি মুখস্থ করিয়া ফেলুন। ইহার প্রত্যেকটি শব্দকে মনের মধ্যে বসাইয়া লউন। এইগুলি যত ভালোভাবে আপনার মনে থাকিবে ততই আপনার আরবী শেখার খাহেশ বাড়িয়া যাইবে। فَعَلَ ওযনের ভিত্তিতে এই পুরা চার্টটি দেখানো হইয়াছে। এখন এখানে অন্য ক্রিয়া পদ রাখিয়া আপনি সেইগুলির বাংলার অনুবাদ করিতে থাকুন। সুবিধার জন্য নমুনা স্বরূপ কয়েকটি শব্দ দেওয়া হইলোঃ–

يَفْعَلُ	يَشْرَبُ	يَفْتَحُ	يَجْمَعُ
সে করে	সে পান করে	সে উন্মুক্ত করে	সে জমা করে
اَفْعَلُ	اَشْرَبُ	اَفْتَحُ	اَجْمَعُ
আমি করি	আমি পান করি	আমি উন্মুক্ত করি	আমি জমা করি
يَفْعَلُوْنَ	يَشْرَبُوْنَ	يَفْتَحُوْنَ	يَجْمَعُ
তাহারা করে	তাহারা পান করে	তাহারা উন্মুক্ত করে	তাহারা জমা করে
تَفْعَلُ	تَشْرَبُ	تَفْتَحُ	تَجْمَعُ
তুমি করো	তুমি পান করো	তুমি উন্মুক্ত করো	তুমি জমা করো

উপরের শব্দগুলিকে সামনে রাখিয়া নিচের আরবীগুলি বাংলায় অনুবাদ করুনঃ–

يَشْكُرُوْنَ يَكْفُرُوْنَ يَتْلُوْنَ نَتْلُوْنَ يَعْلَمُوْنَ

هُوَ يَكْتُبُ كِتَابًا هُمْ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ – لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا

اَعْلَمُ كُلَّ شَيْئٍ – تَعْلَمُ – يَعْمَهُوْنَ

আরবী ব্যকরণ

জরুরী বিষয়ঃ -

ইতিপূর্বে ৩ নম্বর পাঠে আপনারা শিখিয়াছেন فَعَلَ কে فُعِلَ অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য করিলে তাহার অর্থ কি হয়। এইভাবে يَفْعَلُ অর্থ হয় 'সে করে।' এ শব্দটিকে কর্মবাচ্যে يُفْعَلُ করিলে ইহার অর্থ হয় 'তাহা করা হয়।'

নিচের শব্দগুলি দেখুনঃ

সে হত্যা করে বা করিবে	يَقْتُلُ
তাহাকে হত্যা করা হয় বা হইবে	يُقْتَلُ
তাহারা সাহায্য করে বা করিবে	يَنْصُرُوْنَ
তাহাদের সাহায্য করা হয় বা হইবে	يُنْصَرُوْنَ
তুমি জিজ্ঞেস করো বা করিবে	تَسْأَلُ
তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় বা হইবে	تُسْأَلُ

বাংলায় অনুবাদ করুনঃ–

وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ – يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ – لَانَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ
يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ – يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ
يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ – لَا اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ –
لَاتَسْئَلُوْنَ– لَايَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا – يَجْهَلُوْنَ – نَسْخَرُوْنَ –

নিচের বাক্যগুলি আরবীতে অনুবাদ করুনঃ–

১. আমি জানি
২. তুমি জানো
৩. সে জানে

আরবী ব্যকরণ

৪. আমি হত্যা করি না।
৫. তাহাদের সবাইকে হত্যা করা হয়।
৬. ঘরটি খোলা হয়।
৭. তাহাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়।
৮. আমরা আল্লাহর ইবাদত করি।
৯. তোমরা আল্লাহর কালাম শোনো।
১০. আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান আনি।

নতুন শব্দগুলির অর্থঃ–

শুনা	سَمِعَ	পথ ছাড়িয়া ঘুরে বেড়ানো	عَمِهَ
জিজ্ঞেস করা	سَأَلَ	মর্মাহত হওয়া	حَزِنَ
বাণী	كَلَامٌ	ইবাদত করা	عَبَدَ
ছাড়া, ব্যতীত	اِلَّا	ঈমান আনা	اٰمَنَ
হাতগুলি (এক বচন يَدٌ)	اَيْدِىْ	তাহার পর	ثُمَّ
সাহায্য করা	نَصَرَ	বলা	قَوْلٌ
ইহা	هٰذَا	নিকট, কাছে	عِنْدَ
নিকট, কাছে	هٰذَا	না	لَا
বুঝা, হৃদয়ংগম করা	فِقْهٌ	কথা	حَدِيْثٌ
না বুঝা	جَهْلٌ	হাসা	سَخِرَ
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা	شُكْرٌ	তেলাওয়াত করা	تِلَاوَةٌ
জানা	عِلْمٌ	কিছু, জিনিস	شَيْئًا
সব	كُلٌّ	যাহা কিছু	مَا
কর্তন করা	قَطَعَ	হত্যা করা	قَتْلٌ

আরবী ব্যকরণ

নবম পাঠ
امر ও نهى
Imperative Negative

তুমি করো (পুরুষ)	اِفْعَلْ
তোমরা দুইজন (পুরুষ বা স্ত্রী) করো	اِفْعَلاَ
তোমরা করো (পুরুষ)	اِفْعَلُوْا
তুমি করো (স্ত্রী)	اِفْعَلِىْ
তোমরা করো (স্ত্রী)	اِفْعَلْنَ
তুমি করিও না (পুরুষ)	لاَ تَفْعَلْ
তোমরা দুইজন করিও না (পুরুষ বা স্ত্রী)	لاَ تَفْعَلاَ
তোমরা করিও না (পুরুষ)	لاَ تَفْعَلُوْا
তুমি করিও না (স্ত্রী)	لاَ تَفْعَلِىْ
তোমরা করিও না (স্ত্রী)	لاَ تَفْعَلْنَ

উপরে যে ক্রিয়া পদগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে এইগুলি কোনো কাজ করার বা না করার আদেশ, অনুরোধ বা নিষেধ করা অর্থে ব্যবহার করা হয়।

নিচের ব্যবহার পদ্ধতি দেখুনঃ—

তুমি যাও	اِذْهَبْ	তোমরা জান	اِعْلَمُوْا
তোমরা কাজ কর	اِعْمَلُوْا	তুমি খাইও না	لاَ تَاْكُلْ
তুমি ইবাদত কর	اُعْبُدْ	তোমরা করিও না।	لاَ تَفْعَلُوْا

আরবী ব্যকরণ

তুমি যাইও না।	لاَ تَذْهَبْ	তোমরা শুনিও না।	لاَ تَسْمَعُوْا
তোমরা মর্মাহত হইও না।	لاَ تَحْزَنُوْا	তোমরা তৈরী করিও না।	لاَ تَجْعَلُوْا
তুমি খুলিয়া দাও।	اِشْرَحْ	তোমরা দলে দলে বিভক্ত হইও না।	لاَ تَفَرَّقُوْا

বাংলায় অনুবাদ করুনঃ—

لاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ – لاَ تَسْأَلْنِىْ – اِشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ –
اِسْمَعُوْا كَلاَمَهُمَا – وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ – اِرْكَبُوْا

নতুন শব্দের অর্থঃ—

এইটি, ঐটি (স্ত্রী)	هٰذِهٖ	এবং	وَ
গাছ	شَجَرَةٌ	কাজ করা	عَمَلَ
বুক	صَدْرٌ	জানা	عِلْمَ
খুলে যাওয়া, সম্প্রসারিত হওয়া	شَرْحٌ	পান করা	شَرْبٌ
শাস্তি	عَذَابٌ	নিকটবর্তী হওয়া	قُرْبٌ
আরোহন করা	رَكْبٌ	যন্ত্রণাদায়ক	اَلِيْمٌ

কুরআন মজীদের কয়েকটি জরুরী নির্দেশিকাঃ—

১. কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি রুকুর শেষে ع এর চিহ্ন লাগানো আছে। ইহার অর্থ, এইখানে রুকূ শেষ হইয়া গিয়াছে।

২. রুকুর ওপর যে চিহ্ন ع লাগানো থাকে তাহাকে সংশ্লিষ্ট সূরার রুকূ নম্বর গন্য করা হয়।

৩. আর মাঝখানের ع সংখ্যাটিকে ঐ রুকূ ও উল্লেখিত আয়াত সংখ্যা হিসেবে গন্য করা হয়।

৪. যদি আপনি সূরা বাকারার ৩৮ রুকূটি বাহির করিতে চাহেন তাহা হইলে ৩৮ সংখ্যা চিহ্নিত রুকূটি বাহির করুন।

এইখানে উপরের ৩৮ সংখ্যাটি সূরা বাকারার ৩৮ তম রুকূ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। নিচের ৬ সংখ্যাটি ঘোষণা করিয়াছে যে, এইটি তৃতীয় পারার ষষ্ঠ রুকূ। আর মাঝখানের ৮ সংখ্যাটি ৩৭ ও ৩৮তম রুকূর মাঝখানে কয়টি আয়াত আছে তাহা প্রকাশ করিতেছে।

৫. অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূরার রুকূর প্রতি দৃষ্টি দেওয়াই সংগত হইবে। কারণ অধ্যায়নের সময় সূরাগুলির নম্বর দেখিয়া তাহার মধ্যে রুকু তালাশ করাই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি।

৬. প্রতিদিন একটি রুকূর শব্দগুলি ভালোভাবে বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া লউন। তাহার পর কোনো অনুবাদবিহীন কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করিতে থাকুন এবং নিজে মুখস্থ করুন। শব্দগুলির অর্থ সেইখানে বসাইয়া দেখিয়া লউন আপনি এই রুকূতে কতটুকু শিখিতে পারিয়াছেন। কোথাও কঠিন মনে হইলে অনূদিত কুরআন মজীদের সাহায্যে নিজের কাজকে সহজ করিয়া লউন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سورة الفاتحة (١)

أَعُوْذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِاللّٰهِ	আল্লাহর কাছে, আল্লাহর নিকট
مِنَ الشَّيْطَانِ	শয়তান হইতে
اَلرَّجِيْمِ	বিতাড়িত, অভিসপ্ত
بِسْمِ اللّٰهِ	আল্লাহর নামে
اِسْمٌ	নাম, (বহুবচন أَسْمَاءٌ)
اَلرَّحْمٰنُ	ر ح م বড় মেহেরবান
اَلرَّحِيْمُ	অতিশয় দয়ালু
اَلْحَمْدُ	সকল প্রকার প্রশংসা, সমস্ত প্রশংসা ح م د
(ل+اللّٰه)=لِلّٰهِ	আল্লাহর জন্য
رَبِّ	পরওয়ারদেগার, প্রভু, প্রতিপালক ر ب ب
اَلْعَالَمِيْنَ	সমগ্র বিশ্ব জাহান, বিশ্বচরাচর (এক বচনে عَالَمٌ)
مَالِكِ	م ل ك মালিক, প্রভু
يَوْمِ	দিন (বহুবচন أَيَّامٌ)
اَلدِّيْنُ	ইনসাফ, সুবিচার, প্রতিফল, আইন
اِيَّاكَ	একমাত্র তোমারই, কেবল তোমাকেই
نَعْبُدُ	আমরা ইবাদত করি
نَسْتَعِيْنُ	আমরা মদদ চাই, সাহায্য চাই
اِهْدِ	হেদায়েত দান কর, দেখাও
نَا	আমাদিগকে
اِهْدِنَا	আমাদেরকে হেদায়েত দাও,
اَلصِّرَاطَ	রাস্তা, পথ
اَلْمُسْتَقِيْمَ	ق و م সোজা, সঠিক, মজবুত
اَلَّذِيْنَ	যাহারা,যাহাদেরকে
اَنْعَمْتَ	ن ع م তুমি নিয়ামত দান করিয়াছ, পুরস্কৃত করিয়াছ

عَلٰى+هُمْ= عَلَيْهِمْ	তাহাদের উপর
غَيْرِ	ব্যতীত, ছাড়া, বাদে
اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ	যাহারা গযবে পড়িয়াছে, যাহাদের উপর গযব পড়িয়াছে
لَا	না, নহে, নাই
اَلضَّالِّيْنَ	পথভ্রষ্ট, গোমরাহ, বিভ্রান্ত, (একবচন ضَالٌّ)

سورة البقرة (٢)

مدنية ركوعها ٤٠

ذَالِكَ	উহা, ঐটি
اَلْ	টি টা, খানা, খানি
كِتَابٌ	কিতাব, বই, পুস্তক
	গ্রন্থ (বহুবচন كُتُبٌ)
رَيْبٌ	সন্দেহ, সংশয়
فِيْهِ	তাহাতে
لاَ رَيْبَ	কোন সন্দেহ নাই
هُدًى	হেদায়াত, পথ নির্দেশ,
	চলার পথের দিশা
مُتَّقِيْنَ	মুত্তাকী, পরহেযগার,
	খোদাভীরু (একবচন مُتَّقٍ)
يُؤْمِنُوْنَ	তাহারা ঈমান আনে,
	বিশ্বাস করে ن م ا

غَيْبٌ	অদৃশ্য, গোপন,
	লুক্কায়িত
بِالْغَيْبِ	অদৃশ্যে
يُقِيْمُوْنَ	তাহারা কায়েম করে
	প্রতিষ্ঠা করে (একবচন يُقِيْمُ)
اَلصَّلٰوةَ	সালাত, নামাজ
مِنْ	হইতে
مَا	যাহা
مِمَّا	তাহা হইতে,
	যাহা কিছু
رَزَقْنَا	আমরা রিযিক
	দিয়াছি,
هُـمْ	তাহাদিগকে

مَا رَزَقْنَاهُمْ	আমরা তাহাদেরকে
	যে রিযিক দিয়াছি।
يُنْفِقُوْنَ	তাহারা ব্যয় করে,
	খরচ করে (একবচন يُنْفِقُ)
بِمَا اُنْزِلَ	সঙ্গে –ب– যাহা–ما
	নাযিল করা হইয়াছে
ب+ما=بِمَا	সাথে, যাহা কিছু
اُنْزِلَ	নাযিল করা হইয়াছে
(الى+ك) اِلَيْكَ	তোমার প্রতি,
	আপনার প্রতি
قَبْلِكَ	তোমার পূর্বে,
	আপনার আগে
اٰخِرَةٌ	আখেরাত, পরকাল,
	যাহা পরে আসে
يُوْقِنُوْنَ	তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করে
	(এক বচন يُوْقِنُ)
اُولٰئِكَ	উহারা, (একবচন ذٰلِكَ)
اَلْمُفْلِحُوْنَ	সাফল্য অর্জনকারী,
	কামিয়াবী হাসিলকারী
	(এক বচন اَلْمُفْلِحُ)
اِنَّ	নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত
كَفَرُوْا	তাহারা কুফরী করিয়াছে
	অবিশ্বাস করিয়াছে (এক বচন كَفَرَ)

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا	যাহারা কুফরী
	করিয়াছে
سَوَاءٌ	সমান, এক সমান
ءَاَنْذَرْتَ	যে, তুমি ভয়
	দেখাইয়াছ–ن.ذ.ر
اَمْ	অথবা
لَمْ	না, নহে
تُنْذِرْهُمْ	তুমি ভয় দেখাও
لاَ يُؤْمِنُوْنَ	তারা ঈমান
	আনিবেনা, (একবচন لاَيُؤْمِنُ)
خَتَمَ	তিনি সীল মহর
	মারিয়া দিয়াছেন
قُلُوْبٌ	মন, হৃদয়, অন্তর
	(এক বচনঃ قَلْبٌ)
سَمْعٌ	শ্রবনশক্তি, কান
اَبْصَارٌ	দৃষ্টিশক্তি, চক্ষু
	(একবচন بَصَرٌ)
غِشَاوَةٌ	পর্দা, আবরণ,
	আচ্ছাদন
لَهُمْ	তাদের জন্য
عَذَابٌ	আযাব, শাস্তি
عَظِيْمٌ	বড়, বিরাট

রুকু—২

Arabic	Bengali
اَلنَّاسُ	মানুষ, লোকেরা, (এক-বচনঃ اِنْسَانٌ)
مَنْ	যে ব্যক্তি
يَقُوْلُ	সে বলে, (قَالَ সে বলিয়াছে قَوْلٌ বলা)
اٰمَنَّا	আমরা ঈমান আনিয়াছি, (এক বচনঃ اٰمَنْتُ)
اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ	শেষ দিন, শেষ বিচারের দিন
وَمَاهُمْ	এবং তাহারা নহে
بِمُؤْمِنِيْنَ	ঈমান আনয়নকারী
يُخَادِعُوْنَ	তাহারা ধোঁকা দেয়, প্রতারণা করে
اِلاَّ	ব্যতিত, কিন্তু
اَنْفُسَهُمْ	তাহাদের নাফসকে, নিজেদেরকে (একবচন نَفْسٌ)
مَا يَشْعُرُوْنَ	তাহারা অনুভব করে না, বুঝে না, তাহারা উপলব্ধি করে না, টের পায় না
مَرَضٌ	রোগ, ব্যাধি, অসুখ (বহু বচনঃ اَمْرَاضٌ)
فَزَادَ	সুতরাং তিনি বৃদ্ধি করিয়াছেন
اَلِيْمٌ	যন্ত্রণাদায়ক, পীড়া-দায়ক, কষ্টদায়ক
بِمَا	এই কারণে যে
كَانُوْا	তাহারা ছিল
يَكْذِبُوْنَ	তাহারা মিথ্যা বলে
اِذَا	যখন
قِيْلَ	বলা হয়, বলা হইয়াছে
لَهُمْ	তাহাদেরকে, তাহাদের উদ্দেশ্যে
لاَ تُفْسِدُوْا	তোমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করিবে না, বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে না
فِي الْاَرْضِ	যমীনে, পৃথিবীতে
قَالُوْا	তাহারা বলে, (এক বচনঃ قَالَ)

Arabic	Bengali
اِنَّمَا	শুধু, কেবল, বস্তুত
نَحْنُ	আমরা, (এক বচনঃ اَنَا)
مُصْلِحُوْنَ	শান্তি স্থাপনকারী সংশোধনকারী, সংস্কার-কারী, (একবচনঃ مُصْلِحٌ)
اَلاَ	সাবধান, মনে রাখিবে, জানিয়া রাখিবে
اَلْمُفْسِدُوْنَ	বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ف.س.د
لٰكِنْ	কিন্তু
لاَ يَعْلَمُوْنَ	তাহারা জানে না।
اٰمِنُوْا	তোমরা ঈমান আন, বিশ্বাস কর
كَمَا	যেমন, যেরূপ,
أَ	কি?
اَنُؤْمِنُ	আমরা কি ঈমান আনিব?
اَلسُّفَهَاءُ	বেকুব, বোকা, আহাম্মদক, নির্বোধ (এক বচনঃ سَفِيْهٌ)
لَقُوْا	তাহারা মিলিত হয়, সাক্ষাৎ করে, ل ق ى (এক বচনঃ لَقِيَ)
خَلَوْا	তাহারা একান্তে মিলিত হয়, নিভৃতে মিলিত হয়,
شَيٰطِيْنَ	শয়তান,
مُسْتَهْزِءُوْنَ	ঠাট্টাকারী, বিদ্রুপ-কারী, উপহাসকারী (اِسْتِهْزَاءٌ ঠাট্টা বিদ্রুপ করা)
يَمُدُّ	সে সময় দেয়, অব-কাশ দেয়, বৃদ্ধি করে
طُغْيَانٌ	বিদ্রোহ, সীমালংঘন
يَعْمَهُوْنَ	তাহারা অন্ধের মত ছুটিয়া বেড়ায়
اِشْتَرَوْا	তাহারা ক্রয় করে, খরিদ করে ش ر ى
اَلضَّلاَلَةَ	গোমরাহী, পথভ্রষ্টতা, পদস্খলন
بِالْهُدٰى	হেদায়াতের বিনিময়
فَمَا رَبِحَتْ	সুতরাং লাভজনক হয় নাই, কল্যাণকর হয় নাই। (ر ب ح)
تِجَارَتُهُمْ	তাহাদের ব্যবসা
مُهْتَدِيْنَ	হেদায়াতপ্রাপ্ত, (এক বচনঃ مُهْتَدٍ)
مَثَلُهُمْ	তাহাদের উদাহরণ, তাহাদের দৃষ্টান্ত
كَ	যেমন
اَلَّذِىْ	যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি

اِسْتَوْقَدَ	و ق د সে জ্বালাইয়াছে
نَارًا	আগুন
فَلَمَّا	সুতরাং যখন
اَضَاءَتْ	আলোকিত করিয়াছে
مَا حَوْلَهُ	উহার আশ পাশ, চারিপার্শ্ব, চতুর্দিক
ذَهَبَ اللّٰهُ	আল্লাহ লইয়া যান, দূর করেন
بِنُوْرِهِمْ	তাহাদের আলো
وَتَرَكَهُمْ	এবং তাহাদেরকে ছাড়িয়া দেন
فِيْ ظُلُمَاتٍ	অনেক অন্ধকারের মধ্যে
لَا يُبْصِرُوْنَ	তাহারা দেখিতে পায়না।
صُمٌّ	বধির
بُكْمٌ	বোবা
عُمْيٌ	অন্ধ
فَهُمْ	অতঃপর তাহারা
لَا يَرْجِعُوْنَ	তাহারা ফিরিয়া আসিবে না (ر ج ع)
اَوْ	বা, অথবা
كَ	যেমন
صَيِّبٍ	ص ى ب বৃষ্টি
سَمَاءٍ	আসমান, আকাশ, আসমা
رَعْدٌ	গর্জন
بَرْقٌ	বিজলী, বিদ্যুত
يَجْعَلُوْنَ	তাহারা রাখে, দেয়
اَصَابِعَهُمْ	তাহাদের আঙ্গুল (একবচনঃ اِصْبَعٌ)
فِيْ اٰذَانِهِمْ	তাহাদের কানে (একবচনঃ اُذُنٌ)
صَوَاعِقُ	বজ্রপাত, গর্জন (একবচনঃ صَاعِقَةٌ)
حَذَرٌ	ভয়
مَوْتٌ	মৃত্যু (বহুবচনঃ اَمْوَاتٌ)
مُحِيْطٌ	ঘেরাওকারী, বেষ্টনকারী
يَكَادُ	সে নিকটবর্তী হয়, কাছে আসে
يَخْطَفُ	সে ছিনিয়ে নেয়, কেড়ে নেয় (خ ط ف)
كُلَّمَا	যখনই
مَشَوْا	তাহারা চলে, হাটে
اِذَا	যখন
اَظْلَمَ	অন্ধকার হইয়াছে (ظ ل م)
قَامُوْا	তাহারা দাঁড়াইয়াছে, (এখানে তাহারা দাড়ায়)
لَوْ	যদি
شَاءَ	সে চাহিয়াছে

لَذَهَبَ	অবশ্যই লইয়া যান
كُلِّ شَيْءٍ	সব জিনিস, সমুদয় বস্তু
قَدِيْرٌ	শক্তিশালী, ক্ষমতাবান

রুকু—৩

يٰاَيُّهَا النَّاسُ	হে লোক সকল, হে লোকেরা
اُعْبُدُوْا	তোমরা ইবাদত করো
رَبَّكُمْ	তোমাদের প্রতিপালকের
رَبّ+كُمْ	(বহুবচনঃ اَرْبَابٌ)
اَلَّذِيْ	সে, যিনি
خَلَقَكُمْ	তোমাদের সৃষ্টি
خَلَقَ+كُمْ	করিয়াছেন।
وَالَّذِيْنَ	এবং তাহাদেরকে (যাহারা)
مِنْ قَبْلِكُمْ	তোমাদের আগে
لَعَلَّكُمْ	যাহাতে তোমরা, হইতে পারো তোমরা, সম্ভবতঃ তোমরা
تَتَّقُوْنَ	তোমরা ভয় কর, বাঁচিয়া থাকিতে পার, তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার
جَعَلَ	তিনি করিয়াছেন, বানাইয়াছেন
لَكُمْ	তোমাদের জন্য
اَلْاَرْضُ	পৃথিবী, যমীণ
فِرَاشًا	বিছানা, (একবচন فَرْشٌ)
بِنَاءً	অট্টালিকা
وَاَنْزَلَ	এবং তিনি নাযিল করিয়াছেন
مَاءً	পানি, (বহুবচন مِيَاهٌ)
فَاَخْرَجَ	অতঃপর তিনি বাহির করিয়াছেন, উৎপাদন করিয়াছেন
بِهٖ	উহার সাহায্যে, উহার দ্বারা
ثَمَرَاتٌ	ফলমূল (একবচন ثَمَرَةٌ)
رِزْقًا لَّكُمْ	তোমাদের রিজিক হিসাবে, তোমাদের জীবিকা হিসাবে
فَلَا تَجْعَلُوْا	সুতরাং তোমরা বানাইওনা, করিওনা
اَنْدَادًا	সমকক্ষ, সমতূল্য জুরি (একবচন نِدٌّ)
وَاَنْتُمْ	অথচঃ তোমরা
تَعْلَمُوْنَ	জানো
وَاِنْ كُنْتُمْ	এবং যদি তোমরা হও

সন্দেহে, সংশয়ে	فِي رَيْبٍ
আমরা নাযিল করিয়াছি	نَزَّلْنَا
আমাদের বান্দাহর উপর	عَلَى عَبْدِنَا
তাহা হইলে লইয়া আস	فَأْتُوا
একটি সূরা (কুরআনের) (বহুবচনঃ سُوَرٌ)	سُورَةٍ
উহার মতো, উহার অনুরূপ	مِنْ مِثْلِهِ
এবং তোমরা ডাকো	وَادْعُوا
তোমাদের সাক্ষী, সহায়ক।	شُهَدَاءَكُمْ
আল্লাহ ব্যতীত	دُونِ اللَّهِ
যদি তোমরা হও	إِنْ كُنْتُمْ
সত্য, সত্যবাদী, (একবচনঃ صَادِقٌ)	صَادِقِينَ
অতঃপর যদিও	فَإِنْ
তোমরা না পার	لَمْ تَفْعَلُوا
এবং কখনো পারিবেনা	وَلَنْ تَفْعَلُوا
ইন্ধন, জ্বালানী	وَقُودُ
পাথর, (একবচন)	حِجَارَةُ
তৈয়ার করা হইয়াছে	أُعِدَّتْ
কাফেরদের জন্য, (এক বচন كَافِرٌ)	لِلْكَافِرِينَ

এবং সুসংবাদ দাও (সুসংবাদঃ بِشَارَةٌ)	وَبَشِّرْ
এবং আমল করিয়াছে, কাজ করিয়াছে	وَعَمِلُوا
নেক, ভালো, (একবচন صَالِحٌ)	الصَّالِحَاتِ
জান্নাত, বাগান, (একবচনঃ جَنَّةٌ)	جَنَّاتٍ
প্রবাহিত হয়, বহিয়া যায়	تَجْرِي
উহার নীচে দিয়া	مِنْ تَحْتِهَا
নহর, ঝর্ণা, নদী, নালা (একবচন نَهْرٌ)	الْأَنْهَارُ
যখনই	كُلَّمَا
তাহাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়, জীবিকা দেওয়া হয়	رُزِقُوا
আমাদেরকে রিযিক দেওয়া হইয়াছে	رُزِقْنَا
ইতিপূর্বে	مِنْ قَبْلُ
এবং তাহাদেরকে উহা দেওয়া হইয়াছে	وَأُتُوا بِهِ
সাদৃশ্যপূর্ণ, সামঞ্জস্য পূর্ন, অনুরূপ	مُتَشَابِهًا

জোড়া, স্ত্রী (একবচনঃ زَوْجٌ)	أَزْوَاجٌ
পাক-পবিত্র,পরিচ্ছন্ন	مُطَهَّرَةٌ
চিরদিন বসবাসকারী (একবচনঃ خَالِدٌ)	خَالِدُونَ
তিনি লজ্জাবোধ করেন না	لَا يَسْتَحْيِي
তিনি দৃষ্টান্ত দিবেন, উদাহরণ দিবেন	يَضْرِبَ مَثَلًا
মশা, মাছি, ডাঁশ	بَعُوضَةً
বা উহার চাইতেও বড়	فَمَا فَوْقَهَا
তাহারা জানে	يَعْلَمُونَ
সত্য, সঠিক, এক-মাত্র সত্য	الْحَقُّ
তাহারা বলে	يَقُولُونَ
কি, জিনিস	مَاذَا
তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন	أَرَادَ
তিনি গোমরাহ করেন	يُضِلُّ
অনেককে	كَثِيرًا
তিনি হেদায়াত দেন, হেদায়াত করেন	يَهْدِي

ফাসেক, পাপাচারী (একবচনঃ فاسق) ,	فَاسِقِينَ
তাহারা ছিন্ন করে	يَنْقُضُونَ
আল্লাহর অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি	عَهْدَ اللَّهِ
উহা শক্ত-সুদৃঢ় করার পর	مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
এবং তাহারা ছিন্ন করে,কাটিয়া ফেলে	وَيَقْطَعُونَ
আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন, আল্লাহ হুকুম দিয়াছেন	أَمَرَ اللَّهُ
সম্পর্কযুক্ত রাখার, মিলাইবার	أَنْ يُوصَلَ
ক্ষতিগ্রস্ত লোক	خَاسِرُونَ
কিভাবে, কিরূপে কি করিয়া	كَيْفَ
তোমরা কুফরী কর অস্বীকার কর	تَكْفُرُونَ
অথচ তোমরা ছিলে	وَكُنْتُمْ
মৃত, নির্জীব, নিষ্প্রাণ	أَمْوَاتًا
অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করিয়াছেন	فَأَحْيَاكُمْ

অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন	ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ
অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করিবেন	ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ
তোমাদেরকে ফিরাইয়া লওয়া হইবে	تُرْجَعُوْنَ
সব, সমস্ত	جَمِيْعًا
লক্ষ করিলেন, ইচ্ছা করিলেন, মনোযোগ করিলেন	اِسْتَوٰى
অতঃপর তিনি ঠিক করিলেন	فَسَوّٰى
সাত	سَبْعَ
আসমান, আকাশ	سَمٰوٰت
সব জিনিস সম্পর্কে	بِكُلِّ شَيْءٍ
মহাজ্ঞানী, সব জান্তা	عَلِيْمٌ

রুকু-৪

ফেরেশতা (م ل ك)	مَلٰئِكَةٌ
বানানে ওয়ালা, যিনি করেন	جَاعِلٌ
প্রতিনিধি	خَلِيْفَةً
প্রবাহিত করিবে (س ف ك)	يَسْفِكُ
রক্ত (একবচন دم)	دِمَاءَ
আমরা তাসবীহ(س ب ح) পড়ি	نُسَبِّحُ
এবং আমরা (ق د س) পবিত্রতা বর্ণনা করি	وَنُقَدِّسُ
নিশ্চয়ই আমি জানি	اِنِّىْ اَعْلَمُ
যাহা তোমরা জান না	مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
তিনি শিক্ষা দিয়াছেন	عَلَّمَ
নামগুলি	اَلْاَسْمَاءَ
সবগুলি, সমস্ত	كُلَّهَا
তিনি পেশ করিয়াছেন	عَرَضَ
তোমরা আমাকে জানাও, তোমরা আমাকে খবর দাও	اَنْبِئُوْنِىْ
এই সব	هٰؤُلَاءِ
তুমি পবিত্র	سُبْحَانَكَ
যাহা তুমি আমাদেরকে শিখাইয়াছ	مَا عَلَّمْتَنَا
হেকমতওয়ালা, মহা কুশলী	حَكِيْمٌ

আমি কি তোমা- -দেরকে বলি নাই	اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ
যাহা তোমরা প্রকাশ কর	مَا تُبْدُوْنَ
তোমরা গোপন কর	تَكْتُمُوْنَ
তোমরা সকলে সেজদা কর	اُسْجُدُوْا
সুতরাং তাহারা সকলে সেজদা করিল	فَسَجَدُوْا
কিন্তু ইবলীস, ইবলীস ব্যতীত	اِلَّا اِبْلِيْسَ
সে অস্বীকার করিল	اَبٰى
অহংকার করিল, নিজেকে বড় মনে করিল (ك ب ر)	وَاسْتَكْبَرَ
তুমি বসবাস কর	اُسْكُنْ
তোমরা দুইজনে খাও	كُلَا
তৃপ্ত হইয়া, স্বাচ্ছন্দে	رَغَدًا
যেখান থেকে তোমাদের দুইজনের খুশী, তোমরা দুইজনে চাও	حَيْثُ شِئْتُمَا
তোমরা দুইজন কাছে যাইবে না	لَا تَقْرَبَا
এই গাছ	هٰذِهِ الشَّجَرَةَ
তাহা হইলে তোমরা দুইজন হইয়া যাইবে	فَتَكُوْنَا
অতঃপর সে তাহাদের দুইজনকে পদস্খলিত করিল, ফসকাইয়া দিল	فَاَزَلَّهُمَا
অতঃপর তাহাদের দুইজনকে সে বাহির করিয়া দিল	فَاَخْرَجَهُمَا
তাহারা দুইজন যেখানে ছিল	مِمَّا كَانَ فِيْهِ
তোমরা সকলে নীচে নামিয়া আস	اِهْبِطُوْا
দুশমন,	عَدُوٌّ
ঠিকানা, বাসস্থান	مُسْتَقَرٌّ
ফায়েদা, কল্যাণ, জীবিকার উপকরণ	مَتَاعٌ
এক বিশেষ সময় পর্যন্ত	اِلٰى حِيْنٍ
সুতরাং তিনি শিখিয়া লইলেন	فَتَلَقّٰى
কতগুলি শব্দ, ফরমান	كَلِمٰتٍ

রুকূ—৫

হে, ওহে يَا
ইসরাঈলের বংশধর بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ
তোমরা স্মরণ কর اُذْكُرُوا
আমি তোমাদেরকে اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
নেয়ামত দিয়াছি
তেমরা পূরা কর اَوْفُوا
অঙ্গীকার,প্রতিশ্রুতি عَهْدٌ
আমি পূরা করিব (وف ى) اُوْفِ
কেবল আমাকেই اِيَّاىَ
সুতরাং আমাকেই فَارْهَبُوْنَ
ভয় কর (ر ه ب)
এবং তোমরা وَلَا تَكُوْنُوْا
হইওনা
প্রথম اَوَّلَ
এবং তোমরা বিক্রয় وَلَا تَشْتَرُوْا
করিও না, তোমরা
ক্রয় করিও না
সামান্য মূল্য ثَمَنًا قَلِيْلًا
সুতরাং আমাকেই فَاتَّقُوْنَ
ভয় কর

অতঃপর তিনি فَتَابَ عَلَيْهِ
তাহার প্রতি
মনোযোগ দিলেন
তাহার তাওবা কবুল করিলেন
বড় তাওবা تَوَّابٌ
কবুলকারী
তোমাদের কাছে يَاْتِيَنَّكُمْ
অবশ্যই আসিবে
অনুসরণ করে, تَبِعَ
মানিয়া চলে
আমার হেদায়াত هُدَاىَ
আমার পথনির্দেশনা
তাহাদের উপর فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
কোন ভয় নাই
আর তাহাদেরকে وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ
দুঃখিত হইতে হইবেনা
তাহারা অস্বীকার كَذَّبُوْا
করিয়াছে, অবিশ্বাস
করিয়াছে
জাহান্নামী, اَصْحَابُ النَّارِ
জাহান্নামবাসী

এবং তোমরা মিলাইওনা وَلَا تَلْبِسُوْا
তোমরা খলত মলত করিও না
ب ط ل মিথ্যা بَاطِلٌ
এবং তোমরা গোপন কর وَتَكْتُمُوْا
অথচ তোমরা জান وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়া
এবং তোমরা وَ اَقِيْمُوْا
কায়েম কর
এবং তোমরা দাও, وَ اٰتُوْا
দান কর, আদায় কর
এবং তোমরা রুকূ وَارْكَعُوْا
কর, ঝুঁক, অবনত হও
রুকূকারীদের সহিত مَعَ الرَّاكِعِيْنَ
তোমরা কি হুকুম اَتَاْمُرُوْنَ
কর, নির্দেশ দাও
নেকী, কল্যাণ, بِرٌّ
ভালো কাজ
এবং ভুলিয়া যাও وَتَنْسَوْنَ
নিজেদেরকে اَنْفُسَكُمْ
তোমরা তেলাওয়াত تَتْلُوْنَ
কর, তোমরা পাঠ কর
তোমরা কি বুঝনা, اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
তোমরা কি বুদ্ধি খরচ কর না।

اسْتَعِيْنُوا	তোমরা সাহায্য চাও
لَكَبِيْرَةٌ	অবশ্যই বড়,অবশ্যই
	কঠিন
خَاشِعِيْنَ	যাহারা ভয় করে,
	যাহাদের অন্তর
	বিগলিত হয়
يَظُنُّوْنَ	তাহারা মনে করে,
	ধারণা করে
مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ	তাহাদের পরওয়ার-
	দেগারের সহিত মিলিত হইবে
رَاجِعُوْنَ	প্রত্যাবর্তনকারী

রুকূ-৬

وَ اِنِّىْ	এবং আমি
فَضَّلْتُكُمْ	আমি তোমাদেরকে
	ফযীলত দিয়াছি, আমি
	তোমাদেরকে মর্যাদা দিয়াছি
وَاتَّقُوْا	এবং তোমরা ভয়
	কর, আত্মরক্ষা কর,
	নিজেদেরকে বাঁচাও
لَا تَجْزِىْ	বাঁচাইবে না, রক্ষা
	করিবে না
شَفَاعَةٌ (ش ف ع)	সুপারিশ
يُقْبَلُ	কবুল করা হইবেনা
	গ্রহণ করা হইবে না
لَا يُؤْخَذُ	নেওয়া হইবে না,
عَدْلٌ	ক্ষতিপূরণ
وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ	এবং তাহাদেরকে
	সাহায্য করা হইবে না
نَجَّيْنَاكُمْ	আমরা তোমাদেরকে নাজাত
	দিয়াছি,
	মুক্তি দিয়াছি, উদ্ধার করিয়াছি
يَسُوْمُوْنَكُمْ	তাহারা তোমা-
	দেরকে কষ্ট দিতো
سُوْءَ الْعَذَابِ	খারাপ শাস্তি, কঠোর
	আযাব
يُذَبِّحُوْنَ	তাহারা জবাই করিত
	হত্যা করিত
اَبْنَاءَكُمْ	তোমাদের পুত্র
	সন্তানদেরকে
وَيَسْتَحْيُوْنَ	এবং বাঁচিয়ে দিতো,
	জীবিত ছাড়িত
نِسَاءَكُمْ	তোমাদের নারীদেরকে
بَلَاءٌ	পরীক্ষা, শাস্তি
فَرَقْنَا	আমরা বিভক্ত
	করিয়াছি, বিদীর্ণ করিয়াছি

اَلْبَحْرَ	সমুদ্র, সাগর
اَنْجَيْنَاكُمْ	আমরা তোমাদিগকে
	মুক্তি দিয়াছি, বাঁচাইয়াছি,
	রক্ষা করিয়াছি
وَ اَغْرَقْنَا	এবং আমরা ডুবাইয়া
	মারিয়াছি (غ ر ق)
اٰلَ فِرْعَوْنَ	ফেরাউনের বংশধর,
	ফেরাউনের লোকজন
وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ	এবং তোমরা
	দেখিতেছিলে
وَاعَدْنَا	আমরা ওয়াদা দিয়াছি,
	নির্ধারণ করিয়াছি و ع د
اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً	চল্লিশ রাত্রি
اتَّخَذْتُمْ	তোমরা গ্রহণ
	করিয়াছ, বানাইয়াছ
اَلْعِجْلَ	বাছুর
عَفَوْنَا	আমরা মাফ করিয়াছি
تَشْكُرُوْنَ	তোমরা শোকর
	গুজারী করিবে
اٰتَيْنَا	আমরা দিয়াছি (ا ت ي)
تَهْتَدُوْنَ	তোমরা হেদায়াত
	পাইবে
ظَلَمْتُمْ	তোমরা জুলুম
	করিয়াছ, অন্যায় করিয়াছ
فَتُوْبُوْا	সুতরাং তোমরা
	প্রত্যাবর্তন কর,
	তওবা কর
اِلٰى بَارِئِكُمْ	তোমাদের স্রষ্টার
	প্রতি
نَرٰى	আমরা দেখি
جَهْرَةً	প্রকাশ্যে
فَاَخَذَتْكُمْ	অতঃপর তোমা-
	দেরকে পাইয়াছে
اَلصّٰعِقَةُ	বজ্রপাত, গর্জন
بَعَثْنٰكُمْ	আমরা তোমা-
	দেরকে পুনরুজ্জীবিত
	করিয়াছি (ب ع ث)
مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ	তোমাদের মৃত্যুর
	পর
وَظَلَّلْنَا	এবং আমরা ছায়া
	করিয়াছি, আশ্রয় দিয়াছি
غَمَامٌ	মেঘ, বাদল
مَنٌّ	এহসান, অনুগ্রহ,
	ধনিয়ার মতো
	এক প্রকার খাদ্য
سَلْوٰى	বনী ইসরাঈলের
	জন্য আসমান থেকে
	নাযিল করা এক প্রকার খাদ্য

মুহসেন, নেককার,	مُحْسِنِيْنَ
যাহারা ইহসান করে (একবচন	مُحْسِنٌ)
অতঃপর পরিবর্তন	فَبَدَّلَ
করিয়াছে	
আযাব, শাস্তি, প্লেগ	رِجْزًا
তাহারা ফাসেকী	يَفْسُقُوْنَ
করে, পাপাচার করে	

রুকূ-৭

সে পানি চাহিয়াছে	اِسْتَسْقٰى
তুমি মার, আঘাত	اِضْرِبْ
কর(ض ر ب)	
তোমরার লাঠি দ্বারা	بِعَصَاكَ
পাথর	اَلْحَجَرَ
অতঃপর প্রবাহিত	فَانْفَجَرَتْ
হইয়াছে (ف ج ر)	
বার (১২)	اِثْنَتَا عَشْرَةَ
ঝর্ণা	عَيْنًا
নিশ্চিত জানিয়া	قَدْ عَلِمَ
নিয়াছে	
সকল লোক	كُلُّ اُنَاسٍ
[illegible] পানি পান	مَشْرَبَهُمْ
করার স্থান, ঘাট	
ا ك ل তোমরা খাও	كُلُوْا

তোমরা খাও	كُلُوْا
পাক-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন	طَيِّبٰتِ
তাহারা আমাদের	مَا ظَلَمُوْنَا
উপর যুলুম করে নাই	
কিন্তু তাহারা ছিল	وَلٰكِنْ كَانُوْا
নিজেদের উপর	اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ
যুলুম করিতেছে	
গ্রাম, বস্তি, জনপদ	قَرْيَةَ
নগরী,	
তোমরা প্রবেশ কর	اُدْخُلُوْا
যেই স্থান থেকে,	حَيْثُ
যেখান থেকে	
পরিতৃপ্ত- পরিতুষ্ট	رَغَدًا
হইয়া, প্রাচুর্য সহকারে	
দরজা, প্রবেশ দ্বার	بَابٌ
সেজদা করিয়া,	سُجَّدًا
মাথা নত করিয়া	
ক্ষমা কর	حِطَّةٌ
আমরা ক্ষমা করিব	نَغْفِرْ
তোমাদের	خَطٰيٰكُمْ
অপরাধগুলি (خطية)	
আমরা অবিলম্বে	سَنَزِيْدُ
বৃদ্ধি করিব	

পেঁয়াজ	بَصَلٌ
তোমরা কি বদল	اَتَسْتَبْدِلُوْنَ
করিতে চাও	
নিকৃষ্ট, সামান্য	اَدْنٰى
উৎকৃষ্ট, উত্তম	خَيْرٌ
শহর, নগর	مِصْرًا
তোমরা যাহা কিছু চাহিয়াছ	مَاسَاَلْتُمْ
আরোপিত হইয়াছে,	ضُرِبَتْ
মার পড়িল	
অপমান,	اَلذِّلَّةُ
নীচতা ذ ل ل	
অসহায়তা,	مَسْكَنَةُ
মুখাপেক্ষীতা	
তাহারা	بَاءُوْا
কামাইয়াছে	
তাহারা হত্যা করে	يَقْتُلُوْنَ
নবীদেরকে	نَبِيِّيْنَ
নবীরা	
(এক বচনঃ نبى)	
অন্যায়ভাবে,হক ছাড়া	بِغَيْرِ الْحَقِّ
তাহারা নাফরমানী	عَصَوْا
করিয়াছে, অবাধ্য	
হইয়াছে, বিদ্রোহ করিয়াছে	
সীমা লংঘন করে	يَعْتَدُوْنَ

এবং তোমরা পান	وَاشْرَبُوْا
কর	
এবং বেড়াইওনা,	وَلَا تَعْثَوْا
ফিরিওনা, বাহির	
হইও না	
ফ্যাসাদ-গোলযোগ	مُفْسِدِيْنَ
বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া	
আমরা কিছুতেই	لَنْ نَصْبِرَ
ধৈর্য ধরিতে পারিব না	
এক খাদ্যের উপর,	عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ
একই ধরনের খানার	
উপর	
সুতরাং তুমি ডাক,	فَادْعُ لَنَا
দোয়া কর আমাদের	
জন্য	
তিনি আমাদের জন্য	يُخْرِجْ لَنَا
বাহির করিলেন, উৎপন্ন	
করিলেন	
মাটি উৎপাদন করে	تُنْبِتُ الْاَرْضُ
শাক, তরকারী, সবজি	بَقْلٌ
শশা, কাঁকড়	قِثَّاءٌ
যব, গম, রসুন	فُوْمٌ
মশুর ডাল	عَدَسٌ

لَوْلَا	যদি না
لَقَدْ	অবশ্য, নিশ্চিত
اِعْتَدَوْا	তাহারা সীমা ছাড়িয়া গিয়াছে
اَلسَّبْتُ	শনিবার
قِرَدَةً	বানর
خٰسِئِيْنَ	ঘৃণিত, নিকৃষ্ট
نَكَالًا	ইবরত শিক্ষণীয় বিষয়, দৃষ্টান্ত
بَيْنَ يَدَيْ	সম্মুখে, দুই হাতের মধ্যে
خَلْفٌ	পিছনে
مَوْعِظَةٌ	নছিহত, উপদেশ, শিক্ষা
يَأْمُرُكُمْ	তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দেন
اَنْ	যেন
تَذْبَحُوْا	তোমরা জবাই করিবে
بَقَرَةٌ	গাভী
تَتَّخِذُنَا	তুমি আমাদেরকে গ্রহণ করিতেছ
اَعُوْذُ	আমি আশ্রয় চাই, পানাহ চাই

রুকূ-৮

هَادُوْا	তাহারা ইহুদী হইয়াছে
صٰبِئِيْنَ	তারকাপূজারী, বেদ্বীন (ص ب ء)
عَمِلَ	আমল করিয়াছে
اَلْيَوْمُ الْاٰخِرُ	اٰخِر শেষ দিন, শেষ বিচারের দিন
صَالِحًا	সৎকাজ
اَجْرٌ	প্রতিদান, পুরস্কার
اَخَذْنَا	আমি গ্রহণ করিয়াছি আমরা লইয়াছিলাম
عِنْدَ	নিকট
مِيْثَاقٌ	অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি
رَفَعْنَا	ر ف ع আমরা উপরে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম,
طُوْرٌ	পাহাড়
تَوَلَّيْتُمْ	তোমরা ফিরিয়া গেলে, মুখ ফিরাইলে

لَمُهْتَدُوْنَ	অবশ্যই হেদায়াত প্রাপ্ত হইব
لَا ذَلُوْلٌ	কাজ কর্ম করে এমন নহে
تُثِيْرُ الْاَرْضَ	জমি কর্ষণ করে
تَسْقِيْ	পানি সিঞ্চন করে, পানি দেয়
اَلْحَرْثَ	ক্ষেত-খামার
مُسَلَّمَةٌ	নির্দোষ, নিখুঁত
لَاشِيَةَ	কোন দাগ নাই নিস্কলংক
اَلْئٰنَ	এখন
جِئْتَ	তুমি আসিয়াছ, লইয়া আসিয়াছ
فَذَبَحُوْهَا	সুতরাং তাহারা উহাকে জবাই করিয়াছে
مَاكَادُوْا	তাহারা কাছেও ছিল না

هُزُوًا	হাসি, মজাক, উপহাস
يُبَيِّنْ	তিনি বর্ণনা করিবেন, বলিয়া দিবেন
مَا هِيَ	সে কি?
لَا فَارِضٌ	বৃদ্ধ নয়
لَا بِكْرٌ	যুবক নয়
عَوَانٌ	মাঝামাঝি, মধ্যম বয়সের
مَا	যাহা, যাহা কিছু
تُؤْمَرُوْنَ	তোমাদেরকে হুকুম করা হয়, নির্দেশ দেওয়া হয়
مَا لَوْنُهَا	উহার রং কেমন? (বহু বচনঃ اَلْوَانٌ)
صَفْرَاءُ	হলুদ রঙের
فَاقِعٌ	গাঢ় রং
تَسُرُّ	উহা আনন্দ দেয়
نٰظِرِيْنَ	দর্শক মন্ডলী
تَشَابَهَ عَلَيْنَا	আমাদের কাছে এক রকম ঠেকিয়াছে সংশয় হইতেছে
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ	যদি আল্লাহ চাহেন
شَاءَ	চাহিল

রুকূ-৯

قَتَلْتُمْ	তোমরা হত্যা করিয়াছ
ادّٰرَءْتُمْ	তোমরা একে অন্যের উপর দোষারোপ করিয়াছ
مُخْرِجٌ	প্রকাশকারী
تَكْتُمُوْنَ	তোমরা গোপন কর (ك ت م)
اضْرِبُوْا	আঘাত কর
بِبَعْضِهَا	তাহার কিছু অংশ দ্বারা
كَذٰلِكَ	এমনি ভাবে, এইভাবে
يُحْيِ	জীবিত করেন
مَوْتٰى	মৃত্যু ব্যক্তি (একবচনঃ مَيِّت)
يُرِيْكُمْ	তিনি তোমাদেরকে দেখান
اٰيٰتِهٖ	তাহার নিদর্শনসমূহ (একবচনঃ اٰيَةٌ)
تَعْقِلُوْنَ	তোমরা বুঝ, জ্ঞান খরচ কর (ع ق ل)
ثُمَّ	অতঃপর
قَسَتْ	কঠোর হইয়াছে, শক্ত হইয়াছে
قُلُوْبٌ	অন্তর
حِجَارَةٌ	পাথর (একবচনঃ حَجَرٌ)
اَشَدُّ	আরও কঠোর, বেশী কঠিন
قَسْوَةً	কঠোরতা, কঠিন
لَمَا	নিশ্চয়, যাহা, আলবত
يَتَفَجَّرُ	ف ج ر প্রবাহিত হয়, ফুটিয়া বাহির হয়
اَلْاَنْهَارُ	নহর, নদী, নালা
يَشَّقَّقُ	ফাটিয়া যায়
يَهْبِطُ	পড়িয়া যায়, ধসিয়া পড়ে
خَشْيَةِ اللهِ	আল্লাহর ভয়ে
اَفَتَطْمَعُوْنَ	অতঃপর তোমরা কি কামনা কর, চাও, আকাংক্ষা কর

فَرِيْقٌ	দল-উপদল
يُحَرِّفُوْنَ	উহাতে পরিবর্তন করে, উহাকে বদলাইয়া দেয়, বিকৃত করে
عَقَلُوْا	তাহারা বুঝিয়াছে
لَقُوْا	সাক্ষাৎ করে, দেখা দেয়
قَالُوْا	তাহারা বলে
اٰمَنَّا	আমরা ঈমান আনিয়াছি
خَلَا	একা হইল, নির্জনে গেল (خَلْوَةٌ)
تُحَدِّثُوْنَ	তোমরা বল?
بِمَا	যাহা কিছুর সাথে
فَتَحَ	উদঘাটন করিয়াছে
عَلَيْكُمْ	তোমাদের নিকট
يُحَاجُّوْنَ	তাহারা ঝগড়া করে
يُسِرُّوْنَ	তাহারা গোপন করে
يُعْلِنُوْنَ	তাহারা প্রকাশ করে
اُمِّيُّوْنَ	নিরক্ষর, অশিক্ষিত
اِلَّا	কিন্তু, ছাড়া
اَمَانِيَّ	আকাংক্ষা,এক বচন اُمْنِيَّةٌ ভিত্তিহীন আশা
اِنْ	না, এই শব্দটির পরে যদি اِلَّا আসে, তবে অর্থ হবে 'না' অন্যথা অর্থ হবে "যদি"
وَيْلٌ	ধ্বংস, বিনাশ
يَكْتُبُوْنَ	তাহারা লিখে
بِاَيْدِيْهِمْ	তাহাদের নিজ হাতে (একবচনঃ يَدٌ)
ثَمَنًا	মূল্য
يَكْسِبُوْنَ	তাহারা অর্জন করে
لَنْ	কখনো না
تَمَسَّنَا	আমাদেরকে স্পর্শ করিবে
اَيَّامًا	দিনসমূহ (এক বচনঃ يَوْمٌ)
مَعْدُوْدَةً	গণা কয়েকটি
قُلْ	তুমি বল
عَهْدٌ	অঙ্গিকার, চুক্তি, কথা, প্রতিশ্রুতি
لَنْ يُخْلِفَ	তিনি কখনো খেলাপ